POSTAL REG NO GDP- 43 / 2020 -2022

আল্লাহ্‌র বাণী

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَاْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّآ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۣ وَلَا تَقْتُلُوْٓا اَنْفُسَكُمْ ۭ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ○ (النساء:30)

হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ! তোমরা তোমাদের ধন-সম্পদ পরস্পরের মধ্যে অন্যায়ভাবে খাইও না, কিন্তু যদি উহা তোমাদের পরস্পরের সম্মতিক্রমে ব্যবসার মাধ্যমে অর্জিত ইহয়া থাকে তাহা হইলে স্বতন্ত্র। এবং তোমরা নিজদিগকে হত্যা করিও না। নিশ্চয় আল্লাহ্ তোমাদের প্রতি পরম দয়াময়। (সূরা নিসা, আয়াত: ২৭

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّيْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ وَعَلٰى عَبْدِهِ الْمَسِيْحِ الْمَوْعُوْدِ
وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدْرٍ وَّاَنْتُمْ اَذِلَّةٌ

খণ্ড 5

গ্রাহক চাঁদা
বাৎসরিক ৫০০ টাকা

বদর
সাপ্তাহিক কাদিয়ান
Weekly BADAR Qadian Bangla

সংখ্যা 31

সম্পাদক:
তাহের আহমদ মুনির

সহ-সম্পাদক:
মির্যা সফিউল আলাম

www.akhbarbadarqadian.in

বৃহস্পতিবার, 30শে জুলাই, 2020 ● 8 যুল হাজ্জা 1441 A.H

আহমদীয়া সংবাদ

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মোমিনীন খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আইঃ) আল্লাহ্‌র কৃপায় কুশলে আছেন। আলহামদো লিল্লাহ। জামাতের সদস্যদের নিকট হুযূর আনোয়ারের সুসাস্থ্য, দীর্ঘায়ু এবং হুযুরের যাবতীয় উদ্দেশ্যাবলী পূর্ণ হওয়ার জন্য ও তাঁর নিরাপত্তার জন্য দোয়ার আবেদন রইল। আল্লাহ তা'লা সর্বদা হুযুরের রক্ষক ও সাহায্যকারী হন। আমীন।

একমাত্র পুণ্যকর্মেরই আমাদের প্রয়োজন। খোদার সমীপে যদি কোনও কিছু পৌঁছতে পারে তবে তা এই পুণ্যকর্মই। কেউ যেন কখনওই কেবল মৌখিক দাবি পর্যন্তই সীমাবদ্ধ না থাকে, কেননা কেবল মৌখিক দাবি ও প্রদর্শনমুখিতা পর্যন্ত যদি বিষয় সীমিত থাকে, তবে আমাদের সঙ্গে অন্যদের পার্থক্য কি অবশিষ্ট থাকল বা তাদের থেকে আমরা কিভাবে উত্তম হলাম? তোমরা কেবল নিজেদের ব্যবহারিক দৃষ্টান্ত উপস্থাপন কর; এর মধ্যে এমন এক ঔজ্জ্বল্য থাকা বাঞ্ছনীয় যাতে অন্যেরা এটি গ্রহণ করে।

হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী

পুণ্যকর্ম এবং তাকওয়া

আমি স্বীয় জামাতকে সম্বোধন করে বলছি, একমাত্র পুণ্যকর্মেরই আমাদের প্রয়োজন। খোদার সমীপে যদি কোনও কিছু পৌঁছতে পারে তবে তা এই পুণ্যকর্মই। আল্লাহ্ তা'লা স্বয়ং বলেন- اِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ (সূরা ফাতির, আয়াত: ১১) এই মুহূর্তে আমার কলম রসূল করীম (সা.)-এর তরবারির ন্যায়, কিন্তু একমাত্র মুত্তাকিই বিজয় ও সাহায্য প্রাপ্ত হয়।খোদা তা'লার প্রতিশ্রুতি রয়েছে كَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِيْنَ (রাউম: (৪৮) মোমেনদেরকে সাহায্য করা আমাদের দায়িত্ব। لَنْ يَّجْعَلَ اللّٰهُ لِلْكٰفِرِيْنَ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ سَبِيْلًا (আননিসা,আয়াত: ১৪২) আল্লাহ্ তা'লা মোমেনদের উপর কাফেরদেরকে কোন পথ দেন না। কাজেই স্মরণ রেখো যে তোমাদের বিজয় তাকওয়ার মাধ্যমে হবে; অন্যথায় আরববাসী বাগীশ, সুবক্তা এবং কবি ছাড়া আর তো কিছুই ছিল না। তারা যখন তাকওয়া অবলম্বন করল, খোদা তা'লা তাদের সাহায্যের জন্য ফিরিশতা নাযেল করলেন। মানুষ যদি ইতিহাস অধ্যায়ন করে তবে দেখতে পাবে যে, সাহাবা কেরাম রিজওয়ানুল্লাহি আলাইহিম যে সমস্ত বিজয় লাভ করেছিলেন, সেগুলি মানবীয় শক্তি এবং প্রচেষ্টার পরিণাম হতে পারে না। হযরত উসমান (রা.) পর্যন্ত কুড়ি বছরের মধ্যেই ইসলামি সাম্রাজ্য বিশ্বজনীন হয়ে ওঠে। কেউ কি বলতে পারে যে মানুষ এমনটি করতে পারে? এই কারণেই আল্লাহ্ তা'লা বার বার বলেছেন, اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا وَّالَّذِيْنَ هُمْ مُّحْسِنُوْنَ (আন নহল, আয়াত: ১২৯) আল্লাহ্ তা'লা মুত্তাকিদের সঙ্গে আছেন। তাকওয়াই কেবল ঐশী প্রেমের প্রতি আকর্ষণ সৃষ্টি করে না, সঙ্গে পুণ্যকর্মও প্রযুক্ত হওয়া আবশ্যক।

মুত্তাকি এবং পুণ্যবান

'মুত্তাকি' বলতে এমন ব্যক্তিকে বোঝানো হয় যে ভয় করে। এক, অসৎ কর্ম পরিহার করা; আর দ্বিতীয়, পুণ্যকর্ম সম্পাদন করা। মুত্তাকি অসৎ কর্ম পরিহার করার অর্থ বহন করে, অপরদিকে পুণ্যবান ব্যক্তি পুণ্য কর্ম সম্পাদন করতে চায়। এ সম্পর্কে আমি একটি গল্প পড়েছি। এক মহানুভব বুযুর্গ কোন এক ব্যক্তিকে আমন্ত্রিত করেন। তিনি আপ্যায়নের পুরো ব্যবস্থা করেন এবং যথাযথভাবে তার আতিথেয়তা করেন। খাওয়া শেষে সেই বুযুর্গ অত্যন্ত বিনয়সহকারে বলেন, 'আমি আপনার যথাযোগ্য সেবা করতে পারলাম না। অতিথি বললেন, 'আপনি আমার উপর কোনও অনুগ্রহ করেন নি, বরং আমি আপনার উপর অনুগ্রহ করেছি। কেননা যে সময় তুমি কাজে ব্যস্ত ছিলে, সেই সময় আমি তোমার বাড়িতে আগুন লাগিয়ে দিই নি। আমি যদি তোমার সহায় সম্পত্তিতে আগুন লাগিয়ে দিতাম, তবে কি করতে!' কাজেই, মুত্তাকির কাজ হল মন্দ কর্ম থেকে বিরত থাকা। এর পরের পর্যায় হল পুণ্যকর্ম সম্পাদন করা। এখানে 'মুহসেনুন' শব্দ দ্বারা বিষয়টির প্রতি নির্দেশ করা হয়েছে যে, সে পুণ্যকর্মও করে। মানুষ সম্পূর্ণ পুণ্যবান তখন হয় যখন সে অসৎকর্ম থেকে বিরত থেকে বিশ্লেষণ করে দেখে যে সে কোন্ পুণ্যকর্ম সম্পাদন করেছে।

একথা বর্ণিত আছে যে ইমাম হোসেন (রা.)-এর কাছে একজন ভৃত্য চায়ের কাপ নিয়ে আসে। যখন সে কাছে এল, তখন অসাবধানতাবশত কাপটি ইমাম হোসেনের মাথায় পড়ে যায়। তিনি কষ্ট পেয়ে ভৃত্যের প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিপাত করেন। ভৃত্য চাপাকণ্ঠে উচ্চারণ করল وَالْكٰظِمِيْنَ الْغَيْظَ (আলে ইমরান, আয়াত: ১৩৫) (অর্থাৎ এবং ক্রোধ সংবরণকার) এই আয়াতটি শুনে ইমাম হোসেন (রা.) বললেন, 'আমি ক্রোধ সংবরণ করলাম।' ভৃত্য পুণরায় বললেন, وَالْعَافِيْنَ عَنِ النَّاسِ (এবং যারা মানুষকে ক্ষমা করে)। 'কাযাম'-এ মানুষ ক্রোধ সংবরণ করে নেয়, প্রকাশ পেতে দেয় না। কিন্তু ভিতরে সে সম্পূর্ণ সন্তুষ্ট থাকে না। এর জন্য ক্ষমার শর্তটি যুক্ত হয়ছে। তিনি (রা.) বললেন, আমি তোমাকে ক্ষমা করলাম। এরপর সে পাঠ করল, وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ অর্থাৎ আল্লাহ্‌র প্রিয়ভাজন তারাই যারা ক্রোধ সংবরণ এবং ক্ষমাদানের পর পুণ্যকর্মও সম্পাদন করে। তিনি (রা.) বললেন, যাও তোমাকে মুক্তও করে দিলাম। এগুলি হল পুণ্যবানদের দৃষ্টান্ত যেখানে একজন ভৃত্য চায়ের কাপ ফেলে দেওয়ার কারণে মুক্তি লাভ করল। এখন বলো তো, এই দৃষ্টান্ত কি মতাদর্শের ঔৎকর্ষের পরিণাম প্রসূত নয়?

আঁ হযরত (সা.)-এর পবিত্রকরণ শক্তি

আল্লাহ্ তা'লা বলেন, فَاسْتَقِمْ كَمَآ اُمِرْتَ (হুদ, আয়াত: ১১৩) অর্থাৎ সাধু হও, এবং নিজেকে যাবতীয় প্রকারের অসৎকর্ম এবং কুটিলতা থেকে মুক্ত কর; একমাত্র তখনই আমি তোমাদের প্রতি প্রীত হব। নিজেও সাধু হও এবং অপরকেও অনুরূপ বানাও। আরবদেরকে সাধু ও পুণ্যবান বানানো কতই না কঠিন কাজ ছিল! লোকেরা জিজ্ঞেস করলে রসূলুল্লাহ্ (সা.) বললেন, 'সূরা হুদ আমাকে বৃদ্ধ বানিয়েছে। কেননা এই নির্দেশের দৃষ্টিকোণ থেকে বিরাট বড় দায়িত্ব আমার উপর অর্পিত হয়েছে।' নিজেকে পুণ্যবান বানানো এবং আল্লাহ্ তা'লার নির্দেশাবলীর পূর্ণ আনুগত্য করা মানুষের নিজের জন্য সম্ভব হলেও অপরকেও অনুরূপ তৈরী করা আদৌ সহজসাধ্য নয়। এর দ্বারা আমাদের নবী করীম (সা.)এর উচ্চমর্যাদা এবং পবিত্রকরণ শক্তি সম্পর্কে অনুমান করা যায়। কিরূপ চমৎকারভাবে আঁ হযরত (সা.) এই নির্দেশ পালন

(শেষাংশ ১১ পাতায়...)

প্রিন্টার ও পাবলিশার জামিল আহমেদ নাসের ফজলে উমর প্রিন্টিং প্রেস কাদিয়ান থেকে মুদ্রণ করে আখবার বদর কাদিয়ান অফিস থেকে প্রকাশ করছে: প্রো: তত্বাবধায়ক, বদর বোর্ড কাদিয়ান

রসুল্লাহ (সাঃ) এর উত্তম আদর্শ এবং ব্যঙ্গ চিত্রের বাস্তবিকতা

(চতুর্থ খুতবার শেষাংশ, শেষ পর্ব)

অতএব এটা ছিল আঁ হযরত (সাঃ) এর ন্যায় বিচার ও অভিমত প্রকাশের স্বাধীনতার মানদন্ড যা তিনি নিজেদের ও অন্যদের সকলের প্রতি দৃষ্টি দেওয়ার উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। বরং অনেক সময় অন্যদের ভাবাবেগকে অধিক প্রাধান্য দেওয়া হত।

মানবীয় মুল্যবোধ এবং ধর্মীয় সহিষ্ণুতা প্রতিষ্ঠিত করার উদ্দেশ্যে আঁ হযরত(সাঃ) এর অতুলনীয় ব্যবহারিক দৃষ্টান্ত।

আঁ হযরত(সাঃ) এর মানবীয় মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠা এবং সহিষ্ণুতার আরও একটি দৃষ্টান্ত এই রূপে বর্ণিত আছে যে, হযরত আব্দুর রহমান বিন আবি লায়লা বর্ণনা করেন, সাহাল বিন হানিফ ও কায়েস বিন সায়াদ কাদসিয়া নামক স্থানে বসে ছিলেন। এমন সময় সেখান দিয়ে একটা জানাজা অতিক্রম করল। তারা দুজনে উঠে দাঁড়ালেন। যখন তাদেরকে বলা হল যে সেটা অমুসলিমের মরদেহ, তারা দুজনে বলল যে একবার নবী করীম (সাঃ) এর পাশ দিয়ে একটি জানাজা অতিক্রান্ত হলে তিনি উঠে দাঁড়ান। তাঁকে (সাঃ) বলা হল যে এটা তো একজন ইহুদির জানাজা। প্রত্যুত্তরে রসুলে করীম (সাঃ) বললেন, ' আলাইসাত নাফসান্' অর্থাৎ সে কি মানুষ নয়?

(সহী বুখারী, কিতাবুল জানায়েজ)

অতএব এটা হল সম্মান যা অন্য ধর্ম ও মানবতা উভয়ের প্রতি প্রদর্শন করা উচিত। এই অভিব্যক্তি ও দৃষ্টান্তের দ্বারাই ধর্মীয় সহিষ্ণুতার পরিবেশ সৃষ্টি হয়। এই অভিব্যক্তির মাধ্যমেই একে অপরের প্রতি কোমল মনোভাব সৃষ্টি হয় এবং এই ভাবাবেগের মাধ্যমেই ভালবাসা, সম্প্রীতি এবং শান্তির পরিবেশ সৃষ্টি হয়। বর্তমানের জগত পূজারীদের কার্যকলাপের মত নয় যা পরিবেশে ঘৃণা ও বিদ্বেষ সৃষ্টি ছাড়া আর কিছু করতে সক্ষম নয়। আরও একটি বর্ণনায় রয়েছে যে 'খায়বার' বিজয়ের সময় তৌরাতের কিছু পুস্তক (পুঁথি) মুসলমানদের হাতে আসে। ইহুদিরা আঁ হযরত(সাঃ) এর নিকট এই দাবি নিয়ে উপস্থিত হয় যে, তাদের পবিত্র গ্রন্থ তাদেরকে ফিরিয়ে দেওয়া হোক। রসুলে করীম (সাঃ) সাহাবাদেরকে ইহুদিদের ধর্মীয় গ্রন্থ ফিরিয়ে দেওয়ার আদেশ দেন।

(আল সীরাতুল হুলবিয়া, বাব জিকরুল মুগাজিয়া)

ইহুদীদের নিজেদের অসৎ চাল চলনের কারণে তারা শাস্তি পাচ্ছিল , তা সত্ত্বেও ধর্মীয় ভাবাবেগ আহত হতে পারে, তাদের প্রতি এমন আচরণ তিনি (সা.) বরদাস্ত করেন নি।

কিছু ব্যক্তিকেন্দ্রিক ঘটনাবলী আমি বর্ণনা করলাম। এবং আমি উল্লেখ করেছিলাম যে মদিনায় একটি চুক্তি হয়। সেই চুক্তির মধ্যে আঁ হযরত(সাঃ) যে সকল শাখা প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন, যেমনটি বর্ণনা আমরা পাই তা আমি বর্ণনা করব যে কিভাবে সেই পরিবেশে গিয়ে তিনি (সাঃ) সহিষ্ণুতার পরিবেশ সৃষ্টি করার চেষ্টা করেন এবং শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি কি চাইতেন। যাতে পরিবেশে শান্তি বিরাজ করে এবং মানবতার সম্মানও প্রতিষ্ঠিত হয়। মদিনা পৌঁছানোর পর তিনি (সাঃ) ইহুদিদের সঙ্গে যে চুক্তি করেন তার কিছু শর্তাবলী নিম্নরূপ:

১) মুসলমান ও ইহুদি একে অপরের সঙ্গে সহানুভুতি ও নিষ্ঠার সঙ্গে বসবাস করবে। এবং একে অপরের বিরুদ্ধে অন্যায় ও অত্যাচারপূর্ণ আচরণ করবেনা। (তা সত্ত্বেও ইহুদিরা এই ধারাটি সর্বদা উলঙঘন করতে থেকেছে কিন্তু আঁ হযরত (সাঃ) সর্বদা তাদের সাথে উত্তম আচরণ করেছেন। অবশেষে যখন তারা সীমা ছাড়িয়ে যায় তখন ইহুদিদের বিরুদ্ধে তিনি কঠোর পদক্ষেপ নিতে বাধ্য হন।)

২) দ্বিতীয় শর্ত এই ছিল যে, প্রত্যেক জাতির ধর্মীয় স্বাধীনতা থাকবে। (মুসলমানরা সংখ্যা গরিষ্ঠ হওয়া সত্ত্বেও তোমরা নিজেদের ধর্মের ব্যাপারে স্বাধীন।)

৩) তৃতীয় শর্ত এই ছিল যে, প্রত্যেক নাগরিকে প্রাণ ও সম্পদ নিরাপদ থাকবে, তাদের সম্মান করা হবে কিন্তু এমন ব্যক্তি ভিন্ন যে অত্যাচারী ও অপরাধী হবে। (এখানেও কোনও ভেদাভেদ নেই । অপরাধী যেই হোক না কেন সে মুসলমান হোক বা অমুসলিম , শাস্তি সে অবশ্যই পাবে। এবং সুরক্ষা প্রদান করা সকলের সম্মিলিত কাজ, সরকারের কাজ।)

৪) চতুর্থ শর্ত হল এই যে সকল প্রকারের ঝগড়া ও বিবাদের নিষ্পত্তির জন্য তা রসুলুল্লাহ (সাঃ) এর সম্মুখে উপস্থাপন করা হবে। এবং প্রত্যেক সিদ্ধান্ত আল্লাহ তায়ালার আদেশানুসারে গৃহীত হবে। (এখানে আল্লাহ তায়ালার আদেশের পরিভাষা হল এই যে প্রত্যেক জাতির নিজস্ব ধর্মীয় বিধান অনুসারে। তবে সিদ্ধান্ত অবশ্যই আঁ হযরত (সাঃ) এ সম্মুখে উপস্থাপিত হবে কেননা সেই সময় রাজ্যের সর্বময় কর্তৃত্বের অধিকারী আঁ হযরত (সাঃ) ছিলেন। এই কারণে তিনি সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকারী ছিলেন। কিন্তু সিদ্ধান্ত সেই ধর্মীয় বিধান অনুযায়ী হবে। আর যখন ইহুদীদের কিছু সিদ্ধান্ত তাদের ধর্মীয় বিধান অনুযায়ী হল তখন তার উপরই খ্রীষ্টান বা কিছু বিরোধীরা এই বলে আপত্তি করে যে এটা অত্যাচার। অথচ তাদের কথা অনুযায়ী তাদেরই শর্তাবলী অনুসারে সিদ্ধান্ত হয়েছিল।)

আরও একটি শর্ত ছিল যে, "আঁ হযরত (সাঃ) এর অনুমতি ছাড়া কোনো পক্ষ যুদ্ধের জন্য বের হবে না। এই জন্য রাজ্যের মধ্যে থেকেই সেই রাজ্যের অনুগত থাকা আবশ্যক । এই যে শর্তটি রয়েছে এটা বর্তমানের জেহাদি সংগঠনগুলির জন্য পথ প্রদর্শক । অর্থাৎ যে রাজ্যে বসবাস করছে তার অনুমতি ছাড়া কোনো প্রকারের জিহাদ করতে পারবেনা , কিন্তু কোনো ব্যক্তি যদি সেই সরকারি সেনা বাহিনীতে যোগ দেয় এবং সরকার যদি যুদ্ধ করে তবে সেটা ঠিক আছে।)

আরও একটি শর্ত এই ছিল যে , " যদি ইহুদি ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে কেউ যুদ্ধ করে তবে একে অপরের সহায়তা করার জন্য তারা রুখে দাঁড়াবে।" (অর্থাৎ দুই জাতির মধ্যে যদি কোনো একটি জাতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ হয় তবে একটি অপরটির সহায়তা করবে। এবং শত্রুর সঙ্গে চুক্তির পরিস্থিতিতে মুসলমান ও অমুসলিম, দুই জাতি চুক্তির মাধ্যমে যদি কোনও উপকার ও লাভ পায় তবে তার থেকে প্রত্যেকে অংশ পাবে।)

অনুরূপ ভাবে যদি মদিনার উপর কোনো আক্রমণ হয় তবে তারা সম্মিলিত ভাবে তা প্রতিহত করবে। আরও একটি শর্ত ছিল, " মক্কার কুরায়েশ ও তাদের সহযোগীদেরকে ইহুদিদের পক্ষ থেকে কোনো প্রকারের আশ্রয় বা সাহায্য দেওয়া হবেনা। (কেননা মক্কার বিরোধীরাই মুসলমানদেরকে সেখান থেকে বহিষ্কার করেছিল। মুসলমানেরা এখানে এসে আশ্রয় নিয়েছিল, সেই কারণে এই রাজ্যের বাসিন্দারা ঐ শত্রু জাতির সঙ্গে কোনো প্রকারের চুক্তি করতে পারবেন না , আর কোনো সাহায্যও গ্রহণ করবেনা।)

প্রত্যেক জাতি নিজেদের যাবতীয় খরচ নিজেরাই বহন করবে।"

এই চুক্তির দৃষ্টিকোণ থেকে কোনো অত্যাচারী বা পাপাচারী ও বিশৃঙ্খলসৃষ্টিকারী শাস্তি পাওয়া থেকে বা তার প্রতিশোধ নেওয়া থেকে রক্ষা পাবেনা । (যেরূপ পূর্বেও উল্লেখ হয়েছে যে , কোনও অত্যাচারী হোক , পাপী হোক বা দোষী হোক, শাস্তি সে অবশ্যই পাবে। আর এটা কোনো বৈষম্য ছাড়াই হবে , সে মুসলমান হোক বা ইহুদী হোক বা অন্য কেউ ।)

(মুলাখখিস আজ সীরাত খাতামাননাবীঈন)

অপর পক্ষে এই ধর্মীয় সহিষ্ণুতা ও স্বাধীনতাকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য তিনি (সাঃ) নাজরানের প্রতিনিধি মন্ডলকে মসজিদে নবুবীর মধ্যে উপাসনা করার অনুমতি দেন। তারা পূর্বের দিকে মুখ করে নিজেদের উপাসনা সম্পন্ন করে, যদিও সাহাবিদের ধারণা ছিল এটা করা উচিত নয়। তিনি (সাঃ) বললেন কিছু যায় আসেনা।

তারপর নাজরানের অধিবাসীদেরকে তিনি (সাঃ) যে সুরক্ষা পত্র দিয়েছিলেন সেটারও উল্লেখ পাওয়া যায়। সেটাতে তিনি (সাঃ) নিজের উপর অর্পিত এই দায়িত্বের কথা স্বীকার করেন যে মুসলমান সৈন্য বাহিনীর দ্বারা খ্রীষ্টানদের সীমারেখার সুরক্ষা করা হবে। (যা নাজরানের মধ্যে পড়ত) তাদের গীর্জা, উপাসনালয়, পান্থশালা সেটা যত দূর দূরান্তের এলাকায় বা শহরে, পাহাড়ে বা জঙ্গলে অবস্থিত হোক না কেন সেগুলিকে রক্ষা করা মুসলমানদের দায়িত্ব । তাদের নিজেদের ধর্মমতানুসারে ইবাদত করার স্বাধীনতা পাবে, এবং তাদের উপাসনার স্বাধীনতাকে রক্ষা করাও মুসলমানদের কর্তব্য। আঁ হযরত (সাঃ) বলেছেন যে যেহেতু এরা এখন মুসলমান রাজ্যের প্রজা তাই তাদের রক্ষা করা একারণেও আমার কর্তব্য কারণ এরা এখন আমার প্রজা হয়ে গেছে।

পরে আরও আছে যে , অনুরূপ ভাবে মুসলমানরা নিজেদের যুদ্ধ প্রস্তুতিতে তাদেরকে (অর্থাৎ খ্রীষ্টানদেরকে) ইচ্ছার বিরুদ্ধে সামিল করবেনা। তাদের পাদরী এবং ধর্মীয় নেতারা যে পদে রয়েছে সেখান থেকে অপসারিত করা হবেনা। অনুরূপভাবেই নিজেদের কাজ করতে থাকবে। তাদের উপাসনাগারে হস্তক্ষেপ করা হবেনা। সেগুলি কোনো পরিস্থিতিতেই ব্যবহারের আওতায় আনা হবেনা। সেখানে কোনো পান্থশালাও বানানো হবেনা বা কাউকে বসবাস করতে দেওয়া হবেনা কিম্বা তাদের অনুমতি না নিয়ে আরও অন্য

(শেষাংশ ১১ পাতায়...)

জুমআর খুতবা

রসুল করীম (সা.) বলেন, হে ইবনে অউফ! তুমি জান্নাতে বুকে ভর করে প্রবেশ করবে, কেননা তুমি সম্পদশালী। কাজেই তুমি খোদার পথে সম্পদ ব্যয় কর যেন পায়ে হেঁটে জান্নাতে প্রবেশ করতে পার।

আঁ হযরত (সা.) এর মর্যাদাবান বদরী সাহাবা আল্লাহ্ তা'লার পথে নিঃসংকোচে সম্পদ ব্যয়কারী হযরত আব্দুর রহমান বিন অউফ এবং ইসলাম এবং ইসলামের প্রবর্তক (সা.) -এর অত্যন্ত নিবেদিত প্রাণ ও বিশ্বস্ত এবং অউস গোত্রের সর্দার সাআদ বিন মুআয (রা.)এর প্রশংসনীয় গুণাবলীর বর্ণনা

উসমান বিন আফফান এবং আব্দুর রহমান বিন অউফ, এই দুইজন হলেন পৃথিবীতে আল্লাহ্‌র ধনভাণ্ডার, যারা আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্য খরচ করেন।

সৈয়্যদনা হযরত আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক মসজিদে মুবারক, টিলফোর্ড, থেকে প্রদত্ত ২৬ শে জুন , ২০২০, এর জুমুআর খুতবা (২৬ এহসান, ১৩৯৯ হিজরী শামসী)

সৌজন্যে: আল-ফযল ইন্টারন্যাশনাল লন্ডন

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيمِ - بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ -

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ - الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ - مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ - اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ -

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ - صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ -

তাশাহ্হুদ, তাঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন: গত খুতবায়ও হযরত আব্দুর রহমান বিন অওফ (রা.)-এর স্মৃতিচারণ করা হয়েছিল, আর অবশিষ্ট কিছু অংশ রয়ে গিয়েছিল, যা আজ বর্ণনা করব। হযরত আব্দুর রহমান বিন অওফ-এর দানশীলতা সর্বজনবিদিত ছিল আর আর্থিক কুরবানীও তিনি অনেক করেছেন। আজকের অধিকাংশ উদ্ধৃতি এ সংক্রান্ত। একটি রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত আব্দুর রহমান বিন অওফ ওসীয়্যত করেছিলেন, বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী প্রত্যেককে যেন তাঁর পরিত্যক্ত সম্পত্তি থেকে চারশ' করে দিনার প্রদান করা হয়। অতএব এটি বাস্তবায়ন করা হয় আর তখন সেই সাহাবীদের সংখ্যা ছিল একশত।

(আল আসাবা ফি তামিযিস সাহাবা, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ২৯৩)

মহানবী (সা.) যখন সাহাবীদেরকে তাবুকের যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতির নির্দেশ দেন তখন তিনি (সা.) সম্পদশালীদের আল্লাহ্‌র রাস্তায় অর্থ ও বাহন সরবরাহ করারও আহ্বান জানান। এতে সর্বপ্রথম হযরত আবু বকর (রা.) এগিয়ে আসেন এবং তিনি ঘরের সব সম্পদ নিয়ে উপস্থিত হন, যা সর্বমোট চার হাজার দিরহাম ছিল। মহানবী (সা.) হযরত আবু বকর (রা.)-কে জিজ্ঞেস করেন, আপনি আপনার পরিবারের জন্যও কিছু রেখে এসেছেন কি? উত্তরে তিনি (রা.) নিবেদন করেন যে, পরিবারের জন্য আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলকে রেখে এসেছি। হযরত উমর (রা.) তাঁর ঘরের অর্ধেক সম্পদ নিয়ে উপস্থিত হন। মহানবী (সা.) হযরত উমর (রা.)-কে জিজ্ঞেস করেন, তুমি তোমার পরিবারের জন্যও কিছু রেখে এসেছ কি? উত্তরে তিনি নিবেদন করেন, অর্ধেক সম্পদ রেখে এসেছি।

হযরত আব্দুর রহমান বিন অওফ (রা.) একশ' উকিয়া দান করেন। এক উকিয়া চল্লিশ দিরহামের সমান হয়ে থাকে। অর্থাৎ প্রায় চার হাজার দিরহাম তিনি দিয়েছেন। তিনি (সা.) বলেন, উসমান বিন আফ্‌ফান এবং আব্দুর রহমান বিন অওফ পৃথিবীতে আল্লাহ্‌র ধনভাণ্ডারের মাঝে দুইটি ধনভাণ্ডার যারা আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্য খরচ করে থাকে।

(আস সীরাতুল হালবিয়া,৩য় খণ্ড,পৃ: ১৮৪, দারুল কুতুবুল ইলমিয়া, বেইরুত) (লুগাতুল হাদীস, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ৫২৭)

হযরত উম্মে বকর বিনতে মিসওয়ার বর্ণনা করেন যে, হযরত আব্দুর রহমান বিন অওফ হযরত উসমান (রা.)-এর কাছ থেকে চল্লিশ হাজার দিনারের বিনিময়ে একটি জমি ক্রয় করেন আর সেটি বনু যোহরার দরিদ্র ও অভাবী এবং উম্মাহাতুল মু'মিনীনদের মাঝে বণ্টন করে দেন। মিসওয়ার বিন মাখযামা বলেন, 'আমি যখন হযরত আয়েশা (রা.)-কে এই জমি থেকে তার অংশ প্রদান করি তখন হযরত আয়েশা (রা.) জিজ্ঞেস করেন, এটি কে পাঠিয়েছে। আমি বললাম, আব্দুর রহমান বিন অওফ পাঠিয়েছেন। তখন হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, মহানবী (সা.) বলেছেন, 'আমার মৃত্যুর পর তোমার সাথে কেবল সে-ই সদ্ব্যবহার করবে যে অতিশয় ধৈর্যশীল। এরপর তিনি দোয়া করেন, হে আল্লাহ্ !তুমি আব্দুর রহমান বিন অওফকে জান্নাতের ঝর্ণা সালসাবীলের পানীয় পান করাও।

(আত্তাবাকাতুল কুবরা লি ইবনে সাআদ, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৯৮) (রওশন সিতারে, প্রণেতা গোলাম বারি সাঈফ, ২য় খণ্ড, পৃ: ১১৯)

একটি রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে যে, রসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন, আমার পর যে আমার পরিবারের খোঁজ-খবর রাখবে সে সত্যবাদী ও পুণ্যবানই হবে। অতএব হযরত আব্দুর রহমান বিন অওফ (রা.) উম্মাহাতুল মু'মিনীনকে নিয়ে তাদের বাহনসহ বের হতেন, তাদেরকে হজ্জ করাতেন, আর তাদের হাওদায় পর্দা দিয়ে দিতেন এবং বিশ্রামের জন্য এমন উপত্যকা নির্বাচন করতেন যেখানে চলার পথ থাকতো না, যেন পর্দার ব্যাঘাত না ঘটে আর তারা স্বাধীনভাবে বিশ্রাম নিতে পারেন।

(আল আসাবা ফি তামিযিস সাহাবা, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ২৯২)

একবার মদিনায় খাদ্যদ্রব্যের চরম সংকট দেখা দেয়। এরই মাঝে সিরিয়া থেকে সাত শত উট বোঝাই গম, আটা এবং খাদ্যদ্রব্যের কাফেলা মদিনায় আসে। এর ফলে মদিনার সর্বত্র হৈচৈ আরম্ভ হয়ে যায়। হযরত আয়েশা জিজ্ঞেস করেন, এত হৈচৈ কিসের? জানানো হয় যে, হযরত আব্দুর রহমান বিন অওফ-এর সাত শত উটের কাফেলা এসেছে যেগুলোর পিঠে গম, আটা এবং খাদ্যদ্রব্য বোঝাই করা আছে। উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, আমি মহানবী (সা.)-এর কাছে শুনেছি, তিনি (সা.) বলতেন, আব্দুর রহমান হাঁটুতে ভর করে জান্নাতে প্রবেশ করবে। উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা (রা.)-এর উক্ত বর্ণনা হযরত আব্দুর রহমান বিন অওফ (রা.)-এর কাছে পৌঁছলে তিনি (রা.) তাঁর (অর্থাৎ উম্মুল মু'মিনীনের) সমীপে উপস্থিত হন এবং বলেন, হে মা! আমি আপনাকে সাক্ষী রাখছি, এই সমস্ত মালামাল এবং খাদ্যদ্রব্য আর এই সকল খাদ্যশস্য ও উটের গদী পর্যন্ত আমি আল্লাহ্‌র পথে দান করছি, যেন আমি হেঁটে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারি।

(উসদুল গাবা ফি মারিফাতিস সাহাবা, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৪৭৮) (রওশন সিতারে, প্রণেতা গোলাম বারি সাঈফ, ২য় খণ্ড, পৃ: ১১০-১১১)

হযরত আব্দুর রহমান বিন অওফ-এর আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করার বহু ঘটনা সাহাবীদের জীবনীলেখকেরা একত্রিত করেছেন। উসদুল গাবায় লেখা আছে যে, আব্দুর রহমান বিন অওফ (রা.) খোদার পথে দানকারী ছিলেন। একবার তিনি একদিনে ত্রিশজন ক্রীতদাস স্বাধীন করেছিলেন।

(রওশন সিতারে, প্রণেতা গোলাম বারি সাঈফ, ২য় খণ্ড, পৃ: ১১০)

একবার হযরত উমর (রা.)-এর কিছু অর্থের প্রয়োজন হলে তিনি হযরত আব্দুর রহমান বিন অওফ-এর কাছে ধার চান। তিনি (রা.) বলেন, হে আমিরাল মু'মিনীন! আপনি আমার কাছে কেন ধার চাইছেন, আপনি তো বায়তুল মাল থেকেও ঋণ নিতে পারেন, এছাড়া উসমান বা অন্য কোন সামর্থবান ব্যক্তির কাছ থেকেও (ধার নিতে পারেন)। হযরত উমর (রা.) বলেন, এমনটি আমি এজন্য করি যে, বায়তুল মালে অর্থ ফেরত দিতে হয়ত ভুলে যেতে পারি। আর অন্য কারো কাছ থেকে নিলে সে হয়ত আমার

সম্মানের কথা ভেবে অথবা অন্য কোন কারণে আমার কাছ থেকে প্রাপ্য অর্থ ফেরত চাইবে না, আর আমি ভুলে যাব। কিন্তু তুমি অবশ্যই আমার কাছ থেকে তোমার প্রাপ্য অর্থ চেয়ে হলেও ফেরত নিবে।

(আশারায়ে মুবাশ্বেরা, প্রণেতা বশীর সাজিদ, পৃ: ৮৮২) (তাদের মাঝে) পারস্পরিক অকৃত্রিম বোঝাপড়া ছিল, আর তার প্রয়োজন পড়লে তিনি নিয়ে নিতেন বা নিতে পারতেন।

হযরত আব্দুর রহমান বিন অওফ-এর পুত্র ইবরাহীম নিজ পিতার কাছ থেকে বর্ণনা করেন যে, মহানবী (সা.) বলেন, হে ইবনে অওফ! তুমি জান্নাতে হামাগুড়ি দিয়ে প্রবেশ করবে, কেননা তুমি সম্পদশালী। অতএব আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় কর, যেন নিজের পায়ে হেঁটে জান্নাতে প্রবেশ করতে পার। এটি পূর্বোক্ত হযরত আয়েশা (রা.)-এর রেওয়ায়েতের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। তখন হযরত আব্দুর রহমান বিন অওফ (রা.) নিবেদন করেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আমি আল্লাহ্‌র পথে কী ব্যয় করব? তিনি (সা.) বলেন, তোমার কাছে যা আছে তা-ই ব্যয় কর। তিনি (রা.) নিবেদন করেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! পুরো সম্পদ (দান করে দিব) কি? তিনি (সা.) বলেন, হ্যাঁ। হযরত আব্দুর রহমান পুরো সম্পদ আল্লাহ্‌র পথে দান করার সংকল্প করে বের হন। কিছুক্ষণ পর মহানবী (সা.) তাকে ডেকে পাঠান এবং বলেন, তোমার প্রস্থানের পর জিবরাঈল আসেন এবং তিনি বলেন, আব্দুর রহমানকে বল, সে যেন আতিথেয়তা করে, মিসকিনকে খাবার খাওয়ায়, যাচককে দান করে এবং অন্যদের বিপরীতে আত্মীয়ের জন্য প্রথমে ব্যয় করে। সে যখন এরূপ করবে তখন তার সম্পদ পবিত্র হবে।

(আত্তাতাবাকাতুল কুবরা লি ইবনে সাআদ, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৯৭) (রওশন সিতারে, প্রণেতা গোলাম বারি সাঈফ, ২য় খণ্ড, পৃ: ১১২)

আর আল্লাহ্‌র পথে দানকৃত এরূপ পবিত্র সম্পদের কল্যাণে সে হামাগুড়ি দিয়ে নয় বরং পায়ে হেঁটে জান্নাতে প্রবেশ করবে, এটিই ফলাফল দাঁড়ায়। একদা তিনি নিজের অর্ধেক সম্পদ আল্লাহ্‌র পথে দান করে দেন যার পরিমাণ ছিল চার হাজার দিরহাম। এছাড়া একবার তিনি চল্লিশ হাজার দিরহাম, আরেকবার চল্লিশ হাজার দিনার আল্লাহ্‌র পথে সদকা করেন। একবার পাঁচশত ঘোড়া আল্লাহ্‌র পথে উৎসর্গ করেন। আরেকবার পাঁচশত উট আল্লাহ্‌র পথে দান করেন।

(উসদুল গাবা ফি মারিফাতিস সাহাবা, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৪৭৮) (রওশন সিতারে, প্রণেতা গোলাম বারি সাঈফ, ২য় খণ্ড, পৃ: ১১১)

হযরত আব্দুর রহমান বিন অওফ (রা.)-এর পুত্র আবু সালামা রেওয়ায়েত করেন যে, আমাদের পিতা উম্মাহাতুল মু'মিনীনদের (রা.) জন্য একটি বাগান ওসীয়্যত করেন। সেই বাগানের মূল্য ছিল চার লক্ষ দিরহাম।

(রওশন সিতারে, প্রণেতা গোলাম বারি সাঈফ, ২য় খণ্ড, পৃ: ১১৯)

হযরত আব্দুর রহমান বিন অওফ (রা.) আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করার নিমিত্তে পঞ্চাশ হাজার দিনার ওসীয়্যত করেছিলেন। তাঁর পরিত্যক্ত সম্পত্তির মাঝে ছিল এক হাজার উট, তিন হাজার ছাগল, একশত ঘোড়া– যেগুলো বাকী উদ্যানে চরে বেড়াতো। মদিনা থেকে তিন মাইল উত্তরে অবস্থিত জুরফ্ নামক স্থানে হযরত উমর (রা.)-এর কিছু সম্পত্তি ছিল, সেখানে পানি উত্তোলনকারী কুড়িটি উট দ্বারা তিনি কৃষিকাজ করাতেন, আর সেখান থেকেই তাঁর পরিবারের জন্য সারা বছরের খাদ্যশস্য পাওয়া যেত। একটি রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে যে, পরিত্যক্ত সম্পত্তি হিসেবে তিনি এত পরিমাণ স্বর্ণ রেখে যান যা কুঠার দিয়ে কাটতে হয়, এমনকি এর ফলে মানুষের হাতে ফোসকা পড়ে যায়।

(আত্তাবাকাতুল কুবরা লি ইবনে সাআদ, ৩য় খণ্ড, পৃ: ১০০-১০১) (রওশন সিতারে, প্রণেতা গোলাম বারি সাঈফ, ২য় খণ্ড, পৃ: ১১৮) (ফারহাঙ্গে সীরাত, পৃ: ৮৭, যোওয়ার একাডেমি, করাচি, প্রকাশকাল: ২০০৩)

নুরুল ইসলাম বিভাগের অধীনে

এই টোলফ্রি নম্বরে ফোন করে আপনি আহমদীয়া মুসলিম জামাত সম্পর্কে জানতে পারেন।

টোলফ্রী নম্বর: 1800 103 2131

সময়: প্রত্যহ সকাল ৮:৩০টা থেকে রাত ১০:৩০ পর্যন্ত। (শুক্রবার ছুটি)

হযরত আব্দুর রহমান বিন অওফ (রা.)-এর ইন্তেকাল হয় ৩১ হিজরী সনে। কারো কারো মতে তিনি ৩২ হিজরী সনে মৃত্যু বরণ করেন। তিনি ৭২ বছর জীবন লাভ করেন, কারো কারো মতে যা ছিল ৭৮ বছর। জান্নাতুল বাকী-তে তিনি সমাহিত হন। হযরত উসমান (রা.) তার জানাযার নামায পড়ান। এক বর্ণনা অনুসারে হযরত যুবায়ের বিন আওয়াম (রা.) তাঁর জানাযা পড়িয়েছেন।

(আল আসাবা ফি তামিযিস সাহাবা, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ২৯৩) (আত্তাবাকাতুল কুবরা লি ইবনে সাআদ,৩য় খণ্ড, পৃ: ১০০)

হযরত আব্দুর রহমান বিন অওফ (রা.)-এর মৃত্যুর পর তাঁর খাটের পাশে দাঁড়িয়ে হযরত সা'দ বিন মালেক (রা.) বলেন, 'আওয়া জাবালা'। অর্থাৎ হায় পরিতাপ! পাহাড়ের মতো সত্তা উত্থিত হয়ে গেলেন। হযরত আলী (রা.) বলেন, ইবনে অওফ (রা.) এ পৃথিবী থেকে বিদায় নিলেন। তিনি জাগতিক ঝর্ণাধারার বিশুদ্ধ পানি পান করেছেন আর ময়লা পানি পরিত্যাগ করেছেন। কিংবা এভাবে বলতে পারেন যে, ইবনে অওফ উত্তম যুগ পেয়েছেন আর মন্দ যুগের পূর্বেই বিদায় গ্রহণ করেছেন।

(রওশন সিতারে, প্রণেতা গোলাম বারি সাঈফ, ২য় খণ্ড, পৃ: ১১৭)

হযরত আব্দুর রহমান বিন অওফ (রা.) তার শোকসন্তপ্ত পরিবার হিসেবে তিনজন স্ত্রী রেখে যান। প্রত্যেক স্ত্রীকে তার এক-অষ্টমাংশ হিসেবে ৮০ হাজার করে দিরহাম দেওয়া হয়। কিন্তু অপর একটি রেওয়ায়েত অনুসারে তাঁর ৪জন স্ত্রী ছিলেন, আর প্রত্যেকের ভাগে ৮০ হাজার দিরহাম লাভ হয়।

(আত্তাবাকাতুল কুবরা লি ইবনে সাআদ, ৩য় খণ্ড, পৃ: ১০১)

পরবর্তী যে সাহাবীর স্মৃতিচারণ হবে তাঁর নাম হলো, হযরত সা'দ বিন মুআয (রা.)। হযরত সা'দ বিন মুআয (রা.) এর সম্পর্ক ছিল আনসারদের অওস গোত্রের শাখা বনু আব্দিল আশহাল-এর সাথে। তিনি অওস গোত্রের নেতা ছিলেন। তাঁর পিতার নাম মুআয বিন নো'মান ছিল এবং তার মাতার নাম ছিল কাবশা বিনতে রাফে, যিনি রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর সাহাবীয়া ছিলেন। হযরত সা'দ বিন মুআয (রা.)-এর উপনাম ছিল আবু আমর। তাঁর স্ত্রীর নাম ছিল হিন্দ বিনতে সিমাত, যিনি সাহাবীয়া ছিলেন। হযরত হিন্দ (রা.)-এর গর্ভে হযরত সা'দ বিন মুআয (রা.)-এর সন্তানদের মধ্যে ছিলেন আমর এবং আব্দুল্লাহ্। হযরত সা'দ বিন মুআয (রা.) এবং হযরত উসায়েদ বিন হুযায়ের (রা.) হযরত মুসআব বিন উমায়ের (রা.)-এর হাতে ইসলাম গ্রহণ করেন। হযরত মুসআব বিন উমায়ের (রা.) আকাবার দ্বিতীয় বয়আতে অংশগ্রহণকারী ৭০জন সাহাবীর পূর্বেই মদিনায় চলে এসেছিলন। রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর নির্দেশ অনুসারে তাকে মদিনায় পাঠানো হয়েছিল। তিনি (রা.) মানুষকে ইসলামের পানে আহ্বান জানাতেন এবং তাদেরকে পবিত্র কুরআন পাঠ করে শোনাতেন। ইসলাম গ্রহণের পর হযরত সা'দ বিন মুআয (রা.) বনু আব্দিল আশহাল গোত্রের সদস্যদের সম্বোধন করে বলেন, তোমরা ইসলাম গ্রহণ না করা পর্যন্ত তোমাদের নারী-পুরুষের সাথে কথা বলা আমার জন্য হারাম। অতএব এই গোত্রের সবাই ইসলাম গ্রহণ করে নেয়। আর আনসারদের মাঝে বনু আব্দিল আশহাল গোত্র হলো সেই প্রথম গোত্র যার নারী-পুরুষ সকলেই ইসলাম গ্রহণ করে।

হযরত মুসআব বিন উমায়ের এবং হযরত আসাদ বিন যুরারাহ্-কে হযরত সা'দ বিন মুআয (রা.) তাঁর বাড়িতে নিয়ে আসেন। অর্থাৎ হযরত মুসআব বিন উমায়ের এবং হযরত আসাদ বিন যুরারাহ্–এ দুজনকেই তিনি নিজের বাড়িতে নিয়ে আসেন। এরপর থেকে তারা উভয়ে হযরত সা'দ বিন মুআয (রা.)-এর বাড়িতেই মানুষকে ইসলাম গ্রহণের আহ্বান জানাতেন। হযরত সা'দ বিন মুআয (রা.) এবং হযরত আসাদ বিন যুরারাহ্ (রা.) খালাতো ভাই ছিলেন। আর হযরত সা'দ বিন মুআয (রা.) এবং হযরত উসায়েদ বিন হুযায়ের (রা.) বনু আব্দিল আশহাল গোত্রের প্রতিমা ভেঙেছিলেন। তারা একই পরিবারের সদস্য ছিলেন, তাই তারা তাদের প্রতিমা ভাঙেন, যখন পুরো গোত্র মুসলমান হয়ে গিয়েছিল। রসূলুল্লাহ্ (সা.) হযরত সা'দ (রা.)-এর ভ্রাতৃত্বস্থাপন করেছিলেন হযরত সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস (রা.)-এর সাথে। অন্য একটি রেওয়ায়েত অনুসারে হযরত আবু উবায়দা বিন জাররাহ (রা.)-এর

বদর পত্রিকায় নিজস্ব প্রবন্ধ প্রকাশে ইচ্ছুক বন্ধুরা

ই-মেলের মাধ্যমে নিজেদের লেখা পাঠাতে পারেন।

Email: banglabadar@hotmail.com

সাথে তাঁর ভ্রাতৃত্ব বন্ধন স্থাপিত হয়েছিল।

(আত্তাবাকাতুল কুবরা লি ইবনে সাআদ, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৩২০-৩২১) (উসদুল গাবা ফি মারিফাতিস সাহাবা, ২য় খণ্ড, পৃ: ৪৬১) (আল আসাবা ফি তামিযিস সাহাবা লি ইবনে হাজার আসাকালানী,৩য় খণ্ড, পৃ: ৭০)

হযরত সা'দ বিন মুআয (রা.)-এর ইসলাম গ্রহণের ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়ে হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) সীরাত খাতামান্নাবীঈন পুস্তকে লিখেছেন,

"আকাবার প্রথম বয়আতের পর মক্কা থেকে বিদায় নেওয়ার সময় এই ১২জন নব মুসলিম আবেদন করেন যে, আমাদের সাথে কোন একজন ইসলামী মুয়াল্লেম তথা শিক্ষককে প্রেরণ করা হোক যিনি সেখানে আমাদেরকে ধর্ম-কর্ম শেখাবেন, আমাদেরকে ইসলামের শিক্ষা দান করবেন এবং আমাদের পৌত্তলিক ভাইদের কাছে ইসলাম প্রচার করবেন। মহানবী (সা.) আব্দুদ্-দ্বার গোত্রের অত্যন্ত নিষ্ঠাবান এক যুবক হযরত মুসআব বিন উমায়েরকে তাদের সাথে প্রেরণ করেন। তখনকার দিনে ইসলামপ্রচারকদের ক্বারী বা মুক্বরী বলা হতো, কারণ তাদের কাজ ছিল মূলত কুরআন শরীফ শোনানো, কেননা এটি-ই ইসলাম প্রচারের সর্বোত্তম উপায় ছিল। অতএব মুসআবও যখন মুবাল্লেগ হিসেবে মদিনায় যান তখন এ কারণেই তিনি 'মুক্বরী' নামে খ্যাত হন।

মুসআব বিন উমায়ের মদিনা পৌঁছে আসাদ বিন যুরারাহ্-র ঘরে অবস্থান করেন। খুব সম্ভব এর কিছু অংশ আমি মুসআব বিন উমায়েরের স্মৃতিচারণেও উল্লেখ করেছি, যাহোক এখানেও এর উল্লেখ রয়েছে। তিনি আসাদ বিন যুরারাহ্র ঘরে অবস্থান করেন যিনি মদিনার সর্বপ্রথম মুসলমান ছিলেন। এছাড়াও তিনি অত্যন্ত নিষ্ঠাবান ও প্রভাবশালী বুযুর্গ ছিলেন। আর এই ঘরকেই তিনি (অর্থাৎ মুসআব বিন উমায়ের) নিজের প্রচারকেন্দ্র বানিয়ে নেন এবং নিজ দায়িত্ব পালনে পুরোপুরি নিমগ্ন হয়ে যান। আর মদিনায় যেহেতু মুসলমানরা একটি সামাজিক জীবন লাভ করেছিল এবং তা অপেক্ষাকৃত শান্তিপূর্ণও ছিল, এজন্য আসাদ বিন যুরারাহ্র প্রস্তাবে মহানবী (সা.) মুসআব বিন উমায়েরকে জুমুআর নামায আদায়ের নির্দেশনা দেন; এভাবে মুসলমানদের সম্মিলিত সামাজিক জীবনের সূচনা হয়। আর আল্লাহ্ তা'লার এমন কৃপা হয় যে, স্বল্প সময়েই মদিনার ঘরে ঘরে ইসলামের চর্চা আরম্ভ হয়। সেখানে রীতিমতো জুমুআর নামায পড়া আরম্ভ হয় ও ইসলামের চর্চা হতে থাকে এবং অওস ও খাযরাজ গোত্রের লোকেরা খুব দ্রুততার সাথে মুসলমান হতে থাকে। কোন কোন ক্ষেত্রে একদিনেই পুরো একটি গোত্রের সবাই মুসলমান হয়ে যায়। অতএব বনু আব্দিল আশহাল গোত্রও এভাবেই একসাথে সবাই মুসলমান হয়েছিল। এই গোত্রটি আনসারদের প্রসিদ্ধ অওস গোত্রের উল্লেখযোগ্য অংশ ছিল এবং এই গোত্রের নেতার নাম ছিল সা'দ বিন মুআয, যিনি কেবল বনু আব্দুল আশহাল গোত্রেরই প্রধান নেতা ছিলেন না, বরং পুরো অওস গোত্রেরই নেতা ছিলেন।

মদিনায় যখন ইসলাম নিয়ে আলোচনা হতে থাকে তখন সা'দ বিন মুআয-এর কাছে তা খারাপ লাগে এবং তিনি তা বন্ধ করতে চান। তখনও সা'দ বিন মুআয মুসলমান হন নি, মদিনায় যখন ইসলামের প্রসার ঘটছিল, তিনি যেহেতু গোত্রপ্রধান ছিলেন, তাই বিষয়টি তার কাছে খুব খারাপ লাগে। কিন্তু আসাদ বিন যুরারাহ্র সাথে তাঁর খুবই ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তা ছিল, তারা একে অপরের খালাতো ভাই ছিলেন। আর আসাদ যেহেতু মুসলমান হয়ে গিয়েছিলেন তাই সা'দ বিন মুআয সরাসরি বিরোধিতা করতে দ্বিধা করতেন, বিরত থাকতেন, পাছে পরস্পরের সম্পর্কের মাঝে তিক্ততা না সৃষ্টি হয়। তাই তিনি তার অপর এক আত্মীয় উসায়েদ বিন হুযায়েরকে বলেন, আসাদ বিন যুরারাহ্র কারণে আমার কিছুটা ইতস্ততা রয়েছে, কিন্তু তুমি গিয়ে মুসআবকে বিরত কর যেন তিনি আমাদের লোকদের মাঝে এই অধার্মিকতার প্রচার না করেন। মহানবী (সা.) মক্কা থেকে যে মুবাল্লিগ পাঠিয়েছেন তাকে গিয়ে বিরত হতে বল, যেন আমাদের শহরে এ ধর্মের প্রচার না করেন, আর আসাদকেও বলে দাও, এই রীতি সঠিক নয়। উসায়েদ মদিনার বনু আশহাল গোত্রের বিশিষ্ট নেতাদের একজন ছিলেন। এমনকি তার পিতা বুআস-এর যুদ্ধে পুরো অওস গোত্রের নেতা ছিলেন। বুআস-এর যুদ্ধ সম্পর্কে পূর্বেও উল্লেখ করা হয়েছে যে, এ যুদ্ধ ইসলামের আগমনের পূর্বে মদিনার দুটি গোত্র অওস এবং খাযরাজ-এর মধ্যে সংঘটিত হয়েছিল।

যাহোক, সা'দ বিন মুআযের পর এই গোত্রের ওপর উসায়েদ বিন হুযায়েরের গভীর প্রভাব ছিল। অতএব সা'দের কথায় তিনি মুসআব বিন উমায়ের এবং আসাদ বিন যুরারাহ্-র কাছে যান এবং মুসআব-কে সম্বোধন করে ক্রোধের স্বরে বলেন, 'তুমি কেন আমাদের লোকদের বিধর্মী করছ? এ থেকে বিরত হও নতুবা ভালো হবে না।' মুসআব কোন উত্তর দেওয়ার পূর্বেই আসাদ ক্ষীণ স্বরে মুসআব-কে বলেন, 'ইনি নিজ গোত্রের একজন প্রভাবশালী নেতা, তাই তার সাথে নম্রতা এবং ভালোবাসার সাথে কথা বলবেন।' অতএব মুসআব অত্যন্ত ভদ্রতা ও আন্তরিকতার সাথে উসায়েদ-কে বলেন, 'আপনি অসন্তুষ্ট হবেন না, বরং অনুগ্রহ করে কিছুক্ষণ বসুন এবং প্রশান্ত হৃদয়ে আমার কথাগুলো শুনুন, তারপর কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হবেন।' উসায়েদ এ কথাকে যুক্তিযুক্ত মনে করে বসে পড়েন আর মুসআব তাকে পবিত্র কুরআন পাঠ করে শুনান এবং খুবই আন্তরিকভাবে ইসলামী শিক্ষা সম্পর্কে তাকে অবগত করেন। উসায়েদ-এর ওপর এত বেশি প্রভাব পড়ে যে, তিনি তখনই ইসলাম গ্রহণ করেন। এরপর তিনি বলেন, 'আমার পেছনে এমন এক ব্যক্তি আছেন যিনি ঈমান আনয়ন করলে আমাদের পুরো গোত্র মুসলমান হয়ে যাবে, তিনিই আমাকে প্রেরণ করেছেন। তোমরা একটু অপেক্ষা কর, আমি তাকেও এখানে পাঠাচ্ছি। ' এ কথা বলে উসায়েদ উঠে চলে যান এবং কোন বাহানায় সা'দ বিন মুআযকে মুসআব বিন উমায়ের এবং আসাদ বিন যুরারাহ্র কাছে পাঠিয়ে দেন। সা'দ বিন মুআয আসেন আর ভীষণ ক্রোধান্বিত হয়ে আসাদ বিন যুরারাহ্কে বলেন, 'দেখ আসাদ! তুমি তোমার আত্মীয়তার সম্পর্কের অবৈধ সুযোগ গ্রহণ করছ। অর্থাৎ আমার সাথে তোমার যে আত্মীয়তার সম্পর্ক রয়েছে তার অবৈধ সুযোগ গ্রহণ করছ, এটি ঠিক নয়।' এতে মুসআব একইভাবে নম্রতা ও ভালোবাসার সাথে তাকে শান্ত করেন। অর্থাৎ মক্কা থেকে আগত মুবাল্লেগ হযরত মুসআব তার সাথে খুব আন্তরিকভাবে কথা বলেন। তিনি বলেন, 'আপনি কিছুক্ষণের জন্য বসে আমার কথাটা শুনে নিন। এরপর এতে আপত্তিকর কিছু থাকলে অবশ্যই প্রত্যাখ্যান করবেন। সা'দ বলেন হ্যাঁ, এটি যুক্তিসঙ্গত কথা।' এরপর নিজের বর্শাকে হেলান দিয়ে রেখে বসে পড়েন। তার হাতে বর্শা ছিল, তখন তাদের অধিকাংশই এভাবে অস্ত্র হাতে নিয়ে চলাফেরা করতেন। মুসআব পূর্বের ন্যায় প্রথমে পবিত্র কুরআন পাঠ করেন। এরপর নিজস্ব আকর্ষণীয় রীতিতে ইসলামী মূলনীতির ব্যাখ্যা করেন। হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব লিখেন যে, অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই এ পাথরও গলে যায়, অর্থাৎ তার মনও নরম হয়ে যায় এবং তিনিও ইসলামের শিক্ষায় প্রভাবিত হন। সুতরাং সা'দ রীতি অনুযায়ী গোসল করে কলেমা শাহাদাত পাঠ করেন। এরপর সা'দ এবং উসায়েদ বিন হুযায়ের উভয়ে মিলে নিজ গোত্রের সদস্যদের কাছে ফিরে যান আর সা'দ তাদের কাছে অর্থাৎ স্বীয় গোত্রের সদস্যদের কাছে তার বিশেষ আরবী ভঙ্গিতে জিজ্ঞেস করেন, 'হে বনী আব্দুল আশহাল! তোমরা আমার সম্পর্কে কী ধারণা রাখ?' তারা সকলে সমস্বরে বলে উঠে, 'আপনি আমাদের সর্দার আর সর্দার-পুত্র সর্দার। আপনার কথায় আমাদের পূর্ণ আস্থা রয়েছে।' সা'দ বলেন, 'তাহলে তোমাদের সাথে আমার কোন সম্পর্ক থাকবে না যতক্ষণ তোমরা আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের প্রতি ঈমান আনয়ন না কর।' তখনই তিনি তবলীগ করাও আরম্ভ করেন। এরপর সা'দ তাদেরকে ইসলামী শিক্ষার নীতিমালা বুঝান অর্থাৎ নিজ গোত্রের লোকদের ইসলামের নীতিমালা শিক্ষা দেন। তিনি বলেন,

ইমামের বাণী

তোমাদের জন্য সাহাবাগণের আদর্শ রয়েছে। লক্ষ্য কর, কিভাবে তাঁরা জগত বিমুখ হয়ে গিয়েছিলেন।

(মালফুযাত, ৫ম খণ্ড, পৃ: ১৩১)

দোয়াপ্রার্থী: Abdur Rehman Khan, Manager Lilly Hotel (Gwahati)

ইমামের বাণী

ইসলামকে অনেক দুর্যোগময় সময়ের মধ্য দিয়ে অতিক্রান্ত হতে হয়েছে। সেই শরৎ অতীত হয়েছে, এখন বসন্ত এসেছে।

(মালফুযাত, ৫ম খণ্ড, পৃ: ১৬৫)

দোয়াপ্রার্থী: Nur Jahan Begum, Jamat Ahmadiyya kolkata

সেই দিন সূর্য অস্ত যাওয়ার পূর্বেই, অর্থাৎ দিবস শেষ হওয়ার পূর্বেই পুরো গোত্র ইসলাম গ্রহণ করে। আর সা'দ এবং উসায়েদ নিজ হাতে স্বজাতির প্রতিমা বের করে ভেঙে ফেলেন ।

সা'দ বিন মুআয এবং উসায়েদ বিন হুযায়ের, যারা সেদিন মুসলমান হয়েছিলেন, উভয়ে শীর্ষ পর্যায়ের সাহাবীদের মাঝে গণ্য হন। হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব লিখেন যে, আর আনসারদের মাঝে তো নিঃসন্দেহে তারা অনেক উচ্চ মর্যাদার অধিকারী ছিলেন। এতে কোন সন্দেহ নেই যে, তাদের অনেক উচ্চ মর্যাদা ছিল। বিশেষত সা'দ বিন মুআয মদিনার আনসারদের মাঝে সেরূপ মর্যাদা রাখতেন যেমনটি মক্কার মুহাজেরদের মাঝে হযরত আবু বকর (রা.)-এর মর্যাদা ছিল। এই যুবক পরম নিষ্ঠাবান, বিশ্বস্ত এবং ইসলাম ও ইসলামের প্রতিষ্ঠাতার অত্যন্ত নিবেদিত প্রাণ এক ভক্ত প্রমাণিত হন। আর তিনি যেহেতু তার গোত্রের প্রধান নেতা ছিলেন এবং খুবই বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণ ছিলেন তাই ইসলামে তিনি সেই পদমর্যাদা লাভ করেন যা কেবল বিশেষ বরং সর্বাধিক বিশিষ্ট সাহাবীদের ছিল, অর্থাৎ একান্ত বিশিষ্ট সাহাবীদের সেই মর্যাদা ছিল। আর এতে কোন সন্দেহ নেই যে, তার যৌবনকালে মৃত্যু বরণ করায় মহানবী (সা.)-এর এ কথা বলা যে, সা'দের মৃত্যুতে রহমান খোদার আরশও প্রকম্পিত হয়েছে– গভীর সত্যভিত্তিক উক্তি ছিল। হযরত সা'দ যৌবনেই পরলোকগমন করেছিলেন।

মোটকথা এভাবে দ্রুততার সাথে অওস ও খাযরাজ গোত্রে ইসলাম বিস্তার লাভ করতে থাকে। ইহুদিরা ভয়ার্ত দৃষ্টিতে এসব দৃশ্য দেখত আর মনে মনে এ কথা বলতো যে, আল্লাহ্ই জানেন, কী হতে যাচ্ছে।

(হযরত মির্যা বশির আহমদ সাহেব রচিত 'সীরাত খাতামান্নাবীঈন', পৃ: ২২৪-২২৭) (ফারহাঙ্গে সীরাত, পৃ: ৬০, যোওয়ার একাডেমি, করাচি, প্রকাশকাল: ২০০৩)

হযরত মির্যা বশির আহমদ সাহেব সীরাত খাতামান্নাবীঈন পুস্তকের অপর এক জায়গায় লিখেন, মহানবী (সা.)-এর মদিনায় আগমনের কিছুদিনের মধ্যেই মক্কার কুরাইশদের পক্ষ থেকে খাযরাজ গোত্রের নেতা আব্দুল্লাহ্ বিন উবাই বিন সলুল ও তার মুশরেক সাথিদের নামে হুমকিমূলক একটি পত্র আসে যে, তোমরা মুহাম্মদ (সা.)-কে আশ্রয় দেওয়া থেকে বিরত হও নইলে তোমাদের ভালো হবে না। সেই চিঠির শব্দগুলো হলো, তোমরা আমাদের ব্যক্তি মুহাম্মদ (সা.)-কে আশ্রয় দিয়েছ আর আমরা আল্লাহ্র কসম খেয়ে বলছি যে, হয় তোমরা তাঁর সঙ্গ পরিত্যাগ করে তাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর অথবা অন্ততপক্ষে তাকে তোমাদের শহর থেকে বহিষ্কৃত কর, নতুবা আমরা আমাদের সমস্ত সৈন্যসামন্ত নিয়ে তোমাদের ওপর আক্রমণ করব আর তোমাদের সমস্ত পুরুষদের হত্যা করব এবং তোমাদের মহিলাদের বন্দি বানিয়ে তাদেরকে আমাদের জন্য বৈধ করে নিব।

মদিনায় এই চিঠি পৌঁছার পর আব্দুল্লাহ্ ও তার সাথীরা, যারা পূর্ব থেকেই ইসলামের ঘোর বিরোধী ছিল এবং ভেতরে ভেতরে ইসলাম ও মহানবী (সা.)-এর বিরুদ্ধে বিদ্বেষ লালন করত, তারা মহানবী (সা.)-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য প্রস্তুতি নেওয়া আরম্ভ করে এবং প্রস্তুত হয়ে যায়। মহানবী (সা.) এই সংবাদ পেয়ে তাৎক্ষণিকভাবে তাদের কাছে গিয়ে তাদের সাথে সাক্ষাৎ করেন এবং তাদেরকে অর্থাৎ আব্দুল্লাহ বিন উবাই বিন সলুল ও তার সাথিদের বুঝান যে, আমার সাথে যুদ্ধ করলে তোমাদের নিজেদেরই ক্ষতি হবে কেননা তোমাদেরই ভাইয়েরা তোমাদের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হবে। এখন যারা মুসলমান হয়েছে তারা তোমাদেরই গোত্রের লোক, তোমাদেরই শহরের লোক। আর তোমরা যখন যুদ্ধ করবে তখন এরাই আমার পক্ষ হয়ে তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে, অর্থাৎ অওস ও খাযরাজ গোত্রের মুসলমানরা অবশ্যই আমার সাথে থাকবে। এরপর তিনি (সা.) বলেন, সুতরাং আমার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার অর্থ কেবল এটিই হবে যে, তোমরা নিজেদেরই বাপ, ভাই ও সন্তানদের বিরুদ্ধে তরবারি ধারণ করবে। এখন তোমরা নিজেরাই ভেবে দেখ! এটা কি আদৌ সমীচীন হবে? আব্দুল্লাহ্ এবং তার সঙ্গীসাথিরা, যাদের হৃদয়ে তখনও বুআসের ধ্বংসাত্মক যুদ্ধের স্মৃতি অম্লান ছিল, যাতে তারা পরস্পর যুদ্ধে জড়িয়েছিল আর এর ফলে ভীষণ ক্ষয়ক্ষতি হয়েছিল, একথা বুঝতে পারে যে, পুণরায় পরস্পরের সাথেই যুদ্ধ করতে হবে, তাই তারা (যুদ্ধের) এই সংকল্প পরিত্যাগ করে।

কুরাইশরা এই দুরভিসন্ধিতে ব্যর্থ হয়ে কয়েকদিন পর অনুরূপ আরেকটি চিঠি মদিনার ইহুদিদের নামে প্রেরণ করে। প্রকৃতপক্ষে মক্কার কাফেরদের মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ছিল ইসলামকে যেকোন মূল্যে এই ধরাপৃষ্ঠ থেকে চিরতরে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া। মুসলমানরা তাদের অত্যাচার নিপীড়নে অতিষ্ঠ হয়ে যখন প্রথমে হিজরত করে ইথিওপিয়া চলে যায়, সেখানে তারা তাদের পশ্চাদ্ধাবন করে। কাফেররা প্রথমদিন থেকে এই চেষ্টাই করে গেছে আর এই চেষ্টায় নিজেদের পূর্ণ সামর্থ্য নিয়োজিত করে যে, মহানুভব রাজা নাজ্জাশী যেন এই নিপীড়িত হিজরতকারীদের মক্কাবাসীদের হাতে তুলে দেয়। অতঃপর মহানবী (সা.) মক্কা থেকে হিজরত করে যখন মদিনায় চলে আসেন তখন কুরাইশরা তাঁর (সা.) পিছু ধাওয়া করে তাঁকে বন্দি করতে চেষ্টার কোন ত্রুটি করে নি, বরং পূর্ণ প্রচেষ্টা করে। প্রতিটি ক্ষেত্রে তারা এই চেষ্টা করেছে যেন কোনভাবে মহানবী (সা.)-কে বা ইসলামকে শেষ করে দেওয়া যায়। আর এখন তারা যখন জানতে পারে যে, মহানবী (সা.) ও তাঁর সাহাবীরা মদিনায় পৌঁছে গেছেন এবং ইসলাম সেখানে দ্রুতগতিতে বিস্তৃতি লাভ করছে, তখন তারা এই ভীতি প্রদর্শনমূলক পত্র প্রেরণ করে মহানবী (সা.)-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে ইসলামকে নিশ্চিহ্ন করতে অথবা মহানবী (সা.)-কে আশ্রয়দান থেকে বিরত হয়ে মদিনা থেকে তাঁকে (সা.) বহিষ্কার করতে মদিনাবাসীদের প্ররোচিত করে। হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব লিখেন যে, কুরাইশদের এই পত্র দ্বারা, যা তখন লেখা হয়েছিল, আরবের এই প্রথা সম্পর্কেও একটি ধারণা পাওয়া যায় যে, তারা তাদের যুদ্ধে শত্রু পক্ষের সব পুরুষকে হত্যা করে তাদের মহিলাদেরকে করায়ত্বে নিয়ে নিত এবং তাদেরকে নিজেদের জন্য বৈধ জ্ঞান করত। অধিকন্তু মুসলমানদের বিষয়ে তাদের সংকল্প এর চেয়েও ভয়ানক ছিল, কেননা মুসলমানদেরকে যারা আশ্রয় দিয়েছিল তাদেরকে তারা এই শাস্তি দিতে চাচ্ছিল এবং তাদের জন্য এই শাস্তির প্রস্তাব করেছিল যে, আমরা তোমাদের পুরুষদেরকে হত্যা করে নারীদেরকে আমাদের জন্য বৈধ করে নিব। অতএব মুসলমানদের জন্য তারা নিশ্চিতভাবে এর চেয়েও অধিক কঠোর মনোভাব রাখত। যাহোক, মক্কার কুরাইশদের এ পত্র তাদের সাময়িক কোন আগ্রাসনের ফলাফল ছিল না বরং স্থায়ীভাবে তারা এই সংকল্পে বদ্ধ পরিকর ছিল যে, মুসলমানদেরকে তারা শান্তিতে বসবাস করতে দেবে না, তাদেরকে শান্তিতে থাকতে দিবে না আর ইসলামকে পৃথিবী থেকে নিশ্চিহ্ন করেই ছাড়বে। সুতরাং হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব তাঁর পুস্তকে একটি ঘটনার উল্লেখ করেন-

তিনি (রা.) লিখেন যে, এই ঐতিহাসিক ঘটনা মক্কাবাসীর নির্মম ষড়যন্ত্র সম্পর্কে অবগত করছে। সেই ঘটনাটি এরূপ যার রেওয়ায়েত বুখারী শরীফে রয়েছে যে, হিজরতের স্বল্পকাল পর সা'দ বিন মুআয, যিনি অওস গোত্রের শীর্ষস্থানীয় নেতা ছিলেন এবং মুসলমান হয়ে গিয়েছিলেন, উমরা করার উদ্দেশ্যে মক্কায় যান এবং পুরোনো যুগে বা অজ্ঞতার যুগে তার যে মিত্র ছিল উমাইয়া বিন খালাফ এবং যে মক্কার এক প্রভাবশালী নেতা ছিল, তার বাড়িতে উঠেন। কেননা তিনি জানতেন যে, তিনি যদি একা উমরা বা তাওয়াফ করতে যান তাহলে মক্কাবাসীরা তাকে অবশ্যই বিরক্ত করবে। তাই তিনি বিশৃঙ্খলা এড়ানোর জন্য উমাইয়াকে বলেন, আমি আল্লাহ্র ঘর কা'বা-র তাওয়াফ করতে চাই, তুমি আমার সাথে থেকে এমন সময়ে আমাকে তাওয়াফ করিয়ে দাও, যখন আমি পৃথকভাবে নিরাপদে কাজ সেরে নিজ

যুগ ইমামের বাণী

যতক্ষণ পর্যন্ত না পরীক্ষা আসে, ঈমান কোন মূল্য রাখে না। অনেক মানুষ আছে, পরীক্ষার সময় যাদের পদস্খলন ঘটে এবং কষ্টের সময় ঈমান দোদুল্যমান হয়ে পড়ে। (মালফুযাত, ৫ম খণ্ড, পৃ: ১৫৮)

দোয়াপ্রার্থী: Begum Asyea Khatun, Harhari, Murshidabad

যুগ খলীফার বাণী

আধ্যাত্মিকতায় উন্নতির প্রথম সিড়ি হল নামায। যৌবনকালের ইবাদত খোদা তা'লার নিকট বিশেষ গ্রহণযোগ্যতা রাখে।

(২০১৯ সালে জার্মানীতে খুদ্দামুল আহমদীয়ার ইজতেমা উপলক্ষ্যে বিশেষ বার্তা)

দোয়াপ্রার্থী: Nur Alam and family, Dhantala, Jalpaiguri District

দেশে ফিরে যেতে পারব। অতএব উমাইয়া বিন খালাফ সা'দকে নিয়ে দুপুরবেলা কা'বা গৃহে পৌঁছে, যখন মানুষ সচরাচর নিজেদের ঘরেই অবস্থান করত। কিন্তু ঘটনাচক্রে আবু জাহলও ঠিক তখনই সেখানে চলে আসে আর সা'দ-এর ওপর দৃষ্টি পড়তেই তার চোখ রক্তবর্ণ হয়ে যায়। কিন্তু নিজের ক্রোধ দমন করে সে উমাইয়াকে সম্বোধন করে বলে, হে আবু সাফওয়ান! তোমার সাথের এই ব্যক্তি কে? উমাইয়া উত্তরে বলে, তিনি অওস গোত্রের নেতা সা'দ বিন মুআয। তখন আবু জাহল অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে সা'দকে সম্বোধন করে বলে, তোমরা কি মনে কর যে, (নাঊযুবিল্লাহ্) এই মুরতাদ মুহাম্মদ (সা.)-কে আশ্রয় দেওয়ার পর তোমরা নিরাপদে কা'বা গৃহের তাওয়াফ করতে পারবে? আর তোমরা কি সার্বিক সহায়তার সামর্থ্য রাখ? সে আরো বলে, খোদার কসম! এখন যদি তোমার সাথে আবু সাফওয়ান না থাকত তাহলে তুমি প্রাণ নিয়ে তোমার পরিবারের কাছে ফিরে যেতে পারতে না। সা'দ বিন মুআয (রা.) ফিৎনা-ফ্যাসাদ এড়িয়ে চলতেন কিন্তু তার ধমনীতেও নেতৃত্বের রক্ত প্রবহমান ছিল এবং হৃদয়ে ঈমানী আত্মাভিমানও উদ্দীপ্ত ছিল। তিনি বজ্রকণ্ঠে বলেন, খোদার কসম! তোমরা যদি আমাদেরকে কা'বা গৃহের তাওয়াফ করতে বাধা দাও তাহলে স্মরণ রেখো তোমরাও সিরিয়ার পথে (বাণিজ্যের ক্ষেত্রে) নিরাপদ থাকবে না। আমরাও সেই পথের ওপর আছি, আমরাও তোমাদের বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা নিব। উমাইয়া যখন তার কথা শুনল এবং ক্রোধ দেখল যে, তিনিও তেমনই প্রতি উত্তর দিচ্ছেন, তখন সে বলে, দেখো সা'দ! উপত্যকাবাসীর নেতা আবুল হাকাম-এর সাথে এভাবে উচ্চস্বরে কথা বলো না। মক্কাবাসী আবু জাহলকে আবুল হাকাম নামে ডাকত, সে এই মক্কা উপত্যকার নেতা, তার সামনে এভাবে চড়া গলায় কথা বলো না। সা'দ (রা.)ও রাগান্বিত ছিলেন, তাই তার কথা শুনে তিনি উত্তরে উমাইয়াকে বলেন, রাখ তুমি উমাইয়া! তুমি এতে নাক গলিও না। খোদার কসম! আমি মহানবী(সা.)-এর এই ভবিষ্যদ্বাণী ভুলি নি যে, তুমি একদিন মুসলমানদের হাতে নিহত হবে, অর্থাৎ উমাইয়া মুসলমানদের হাতে নিহত হবে। এ সংবাদ শুনে উমাইয়া বিন খালাফ ভীষণভাবে ঘাবড়ে যায়। বাড়ি ফিরে সে তার স্ত্রীকে সা'দ-এর একথা সম্পর্কে অবগত করে আর বলে, খোদার কসম! আমি এখন আর মুসলমানদের বিরুদ্ধে (যুদ্ধ করতে) মক্কার বাইরে পা রাখব না। তার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, মুহাম্মদ (সা.) যে কথা বলেন তা সর্বদাই পূর্ণ হয়ে থাকে, তাই তার সম্পর্কে বলা একথাও পূর্ণ হবে। কিন্তু নিয়তির বিধান পূর্ণ হওয়ারই ছিল। বদরের যুদ্ধের সময় উমাইয়াকে বাধ্য হয়ে মক্কা থেকে বের হতে হয় আর সেখানেই সে মুসলমানদের হাতে নিহত হয়ে নিজের কৃতকর্মের শাস্তি ভোগ করে। এ ছিল সেই উমাইয়া যে ইসলাম গ্রহণের কারণে হযরত বেলাল (রা.)-কে নির্মমভাবে নির্যাতন করত।

(সীরাত খাতামান্নাবীঈন, পৃ: ২৮০-২৮২)

সহীহ্ বুখারীর একটি রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে, হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন মাসঊদ (রা.) বর্ণনা করেন যে, হযরত সা'দ বিন মুআয উমরা করার উদ্দেশ্যে (মক্কায়) যান। হযরত আব্দুল্লাহ্ (রা.) বলেন, তিনি গিয়ে উমাইয়া বিন খালাফ আবু সাফওয়ানের বাড়িতে উঠেন। অর্থাৎ তিনি (রা.) বর্ণনা করেন যে, তার বাড়িতে উঠেন। (তাদের মাঝে) পুরোনো বন্ধুত্ব ছিল। উমাইয়া মদিনায় এলে হযরত সা'দ-এর বাড়িতে উঠত। তাই তিনি যখন উমরা করতে মনস্থ করেন তখন ভাবলেন যে, তার বাড়িতে উঠলে নিরাপদে উমরা করে আসা যাবে। উমাইয়ার রীতি ছিল সিরিয়া যাওয়ার পথে সে মদিনা হয়ে যেত এবং হযরত সা'দ বিন মুআয (রা.)-এর বাড়িতে উঠত। যেমনটি আমি বলেছি, তাদের মাঝে পুরোনো বন্ধুত্ব ছিল, মদিনায় এসে সে যেহেতু তাঁর বাড়িতে উঠত তাই হযরত সা'দ (রা.)ও মনস্থ করেন যে, তার বাড়িতে উঠবেন। তিনি (রা.) উমরা করার কথা উল্লেখ করলে উমাইয়া হযরত সা'দ (রা.)-কে বলে, একটু অপেক্ষা কর, যখন দুপুর হবে আর মানুষ বিশ্রামে থাকবে তখন গিয়ে তাওয়াফ করে নিও। বর্ণনাকারী বলেন, হযরত সা'দ (রা.) কা'বা গৃহের তাওয়াফ করার সময় দেখেন যে, আবু জাহল সেখানে উপস্থিত। অর্থাৎ ইত্যবসরে আবু জাহল সেখানে চলে আসে। সে জিজ্ঞেস করে যে, এই ব্যক্তি কে যে কা'বা গৃহের তাওয়াফ করছে? হযরত সা'দ (রা.) উত্তরে বলেন, আমি সা'দ। তিনি নিজেই উত্তর দেন যে, আমি সা'দ। তখন আবু জাহল বলে, (তুমি কি মনে কর) মুহাম্মদ (সা.) এবং তাঁর সাথিদের আশ্রয় দেওয়া সত্ত্বেও তুমি নিরাপদে কা'বা গৃহের তাওয়াফ করতে পারবে? হযরত সা'দ (রা.) বলেন, হ্যাঁ। তখন তারা উভয়েই পরস্পরকে গালমন্দ করে– এটি বর্ণনাকারী রেওয়ায়েত করেছেন। উমাইয়া হযরত সা'দ (রা.)-কে বলে, তুমি আবুল হাকামের সাথে উঁচুস্বরে কথা বলো না, কেননা সে এই উপত্যকাবাসীর নেতা। হযরত সা'দ আবু জাহলকে বলেন, খোদার কসম! তুমি যদি আমাকে বায়তুল্লাহ্র তাওয়াফ করতে বাধা দাও তাহলে আমিও সিরিয়ায় তোমাদের বাণিজ্য বন্ধ করে দিব। হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন মাসউদ (রা.) বলেন, একথা শুনে উমাইয়া হযরত সা'দ (রা.)কে এটিই বলতে থাকে যে, গলা চড়িয়ে কথা বলো না এবং তাকে বাধা দিতে থাকে। হযরত সা'দ তখন রাগান্বিত হয়ে বলেন, আমাদের কথার মাঝে তুমি কথা বলো না। এখানে আমি এবং সে (অর্থাৎ আবু জাহল) কথা বলছি, আমাদেরকে কথা বলতে দাও। আর এরপর তাকে অর্থাৎ উমাইয়াকে উদ্দেশ্য করে বলেন, আমি মুহাম্মদ (সা.)-এর কাছে শুনেছি যে, তিনি বলতেন, সে-ই তোমাকে হত্যা করাবে। অর্থাৎ আবু জাহল-ই তোমার হত্যার কারণ হবে। তখন উমাইয়া বলে, আমাকে? হযরত সা'দ (রা.) বলেন, হ্যাঁ। এটি শুনে উমাইয়া বলে, আল্লাহ্র কসম! মুহাম্মদ (সা.) কোন কথা বললে তা মিথ্যা বলেন না। অবশেষে সে তার স্ত্রীর কাছে ফিরে যায় এবং বলে, 'তুমি কি জান আমার মদিনাবাসী ভাই আমাকে কী বলেছে?' সে জিজ্ঞেস করে, কী বলেছে? উমাইয়া বলে, 'সে বলেছে যে, সে মুহাম্মদ (সা.)-এর কাছে শুনেছে যে, আবু জাহল-ই আমার হত্যাকারী হবে।' তার স্ত্রী বলে, আল্লাহ্র কসম! মুহাম্মদ (সা.) তো কখনো মিথ্যা কথা বলেন না। হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন মাসঊদ (রা.) বলতেন, যখন তারা (অর্থাৎ মক্কাবাসীরা) বদরের উদ্দেশ্যে যাত্রা করে এবং সাহায্যপ্রার্থনার আবেদন নিয়ে আসে তখন উমাইয়্যার স্ত্রী তাকে বলে, তোমার কি সে কথা স্মরণ নেই যা তোমার মদিনাবাসী ভাই তোমাকে বলেছিল? অর্থাৎ বদরের উদ্দেশ্যে যাত্রা করার সময় তাকে স্মরণ করিয়ে দেয় যে, তুমি তো যাচ্ছ, কিন্তু সে কথা স্মরণ রেখো। বলা হয়েছে, সে অর্থাৎ উমাইয়া একথা শোনার পর (যুদ্ধের উদ্দেশ্যে) বের হতে চাচ্ছিল না। কিন্তু আবু জাহল তাকে বলে, তুমি এই উপত্যকার একজন অন্যতম নেতা, তাই দু'এক দিনের জন্য হলেও সাথে চল। অতএব সে দুদিনের জন্য তাদের সাথে চলে যায় আর আল্লাহ্ তা'লা তাকে নিহত করেন।

(সহী বুখারী, কিতাবুল মানাকিব, হাদীস-৩৬৩২)

অপর একটি রেওয়ায়েতে উমাইয়া বিন খালাফ-এর বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ ও নিহত হওয়া সম্পর্কে এভাবে বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত সা'দ (রা.) বলেন, হে উমাইয়া! খোদার কসম, আমি মহানবী (সা.)-কে বলতে শুনেছি যে, তিনি (সা.) বলতেন, তারা অর্থাৎ সাহাবীরা তোমাকে হত্যা করবে। সে জিজ্ঞেস করে, মক্কায়? হযরত সা'দ (রা.) বলেন, তা আমি জানি না। হযরত সা'দ (রা.)-এর একথা শুনে উমাইয়া অনেক ভয় পেয়ে যায়। উমাইয়া নিজের ঘরে ফিরে তার স্ত্রী সাফিয়া অথবা কারীমা বিনতে মা'মারকে বলে, হে উম্মে সাফওয়ান! আমার সম্পর্কে সা'দ যা বলেছে তা কি তুমি শুনেছ? সে অর্থাৎ তার স্ত্রী বলে, কেন, সা'দ কী বলেছেন? তখন উমাইয়া বলে, সে বলেছে, মুহাম্মদ (সা.) তাকে বলেছেন যে, তারা আমাকে হত্যা করবে। আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম যে, মক্কায়? তখন সে উত্তরে বলেছে, আমি জানি না। উমাইয়া এতটাই ভয় পেয়ে যায় যে, সে বলে, খোদার কসম! আমি মক্কার বাইরে পা-ই রাখব না। বদরের যুদ্ধের সময় আবু জাহল মানুষকে যুদ্ধের উদ্দেশ্যে বের হতে বলে এবং উমাইয়াকেও বলে যে, তোমার কাফেলা রক্ষার জন্য তুমি

যুগ খলীফার বাণী

নামাযের গুরুত্ব অনুধাবন করুন এবং বা-জামাত নামায পড়ার চেষ্টা করুন। এটি এমন আশিসময় ইবাদত যা বান্দার সঙ্গে স্রষ্টার মিলন সাধন করে। (২০১৯ সালে জার্মানীতে খুদ্দামুল আহমদীয়ার ইজতেমা উপলক্ষ্যে বিশেষ বার্তা)

দোয়াপ্রার্থী: Golam Mustafa and family, Berhampore, Dist-Murshidabad

সেখানে যাও। উমাইয়া (যুদ্ধের উদ্দেশ্যে) বের হওয়া পছন্দ করে নি। বার্তা বাহককে ফিরিয়ে দিলে আবু জাহল নিজেই উমাইয়ার কাছে আসে এবং বলে, হে আবু সাফওয়ান! লোকেরা যখন দেখবে যে, উপত্যকাবাসীর নেতা হওয়া সত্ত্বেও তুমিই পেছনে রয়ে গেছ তখন তারাও তোমার সাথে পেছনে থেকে যাবে। আবু জাহল তাকে বুঝাতে থাকে। অবশেষে উমাইয়া বলে, তুমি আমাকে যদি একান্তই বাধ্য কর তাহলে (আমি বলছি) খোদার কসম! আমি মক্কা থেকে খুবই উন্নত জাতের একটি ঘোড়া ক্রয় করব। এরপর উমাইয়া তার স্ত্রীকে বলে, হে উম্মে সাফওয়ান! আমার জন্য সফরের জিনিসপত্র গুছিয়ে দাও। তখন তার স্ত্রী তাকে বলে, তুমি কি সে কথা ভুলে গেছ যা তোমাকে তোমার মদিনার ভাই বলেছিল? সে বলে, না, আমি ভুলি নি। আমি তাদের সাথে কিছুদূর পর্যন্ত যেতে চাই, কিন্তু শেষ পর্যন্ত না গিয়েই ফিরে আসব। উমাইয়া যাত্রা করার পর যে স্থানেই যাত্রাবিরতি দিত, সেখানে সে তার উঠের হাঁটু বেঁধে রাখত আর এভাবেই সে সাবধানতা অবলম্বন করতে থাকে, অবশেষে মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ্ তাকে বদররের প্রান্তরে ধ্বংস করে দেন।

(সহী বুখারী, কিতাবুল মাগাযি, হাদীস-৩৯৫০)

এই হত্যার ঘটনাটি পূর্বেও এক স্থানে বর্ণিত হয়েছে আর গত খুতবাতেও হযরত আব্দুর রহমান বিন অওফ (রা.)-এর স্মৃতিচারণের সময় এর উল্লেখ হয়েছে। যখন হযরত বেলাল (রা.) তার ওপর কৃত অত্যাচারের কারণে আনসারদের ডেকে উমাইয়াকে হত্যা করিয়েছিলেন।

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, মদিনার একজন সম্ভ্রান্ত নেতা হযরত সা'দ বিন মুআয (রা.), যিনি অওস গোত্রের নেতা ছিলেন, কাবাগৃহ তাওয়াফ করার উদ্দেশ্যে মক্কায় গমন করলে আবু জাহল তাকে দেখে খুবই রাগান্বিত হয়ে বলে, তোমরা কি মনে কর যে, (নাঊযুবিল্লাহ্) সেই মুরতাদ মুহাম্মদ (সা.)-কে আশ্রয় দেওয়ার পরও তোমরা নিরাপদে কাবা গৃহের তাওয়াফ করতে পারবে? সেই সাথে তোমরা কি মনে কর যে, তোমরা তাঁর সুরক্ষা ও সহায়তার শক্তি রাখ? খোদার কসম! এখন যদি আবু সাফওয়ান তোমার সাথে না থাকত তাহলে তুমি তোমার পরিবারের কাছে প্রাণ নিয়ে ফিরতে পারতে না। সা'দ বিন মুআয (রা.) বলেন, আল্লাহ্‌র কসম! তুমি যদি আমাদেরকে কাবার (তাওয়াফ) করতে বাধা দাও তাহলে স্মরণ রেখ, তোমরাও সিরিয়ার (বাণিজ্য) যাত্রায় নিরাপত্তা পাবে না।

(দিবাচা তফসীরুল কুরআন, আনোয়ারুল উলুম, খণ্ড-২০, পৃ: ২৩৫-২৩৬)

হযরত সা'দ বিন মুআয (রা.) বদর, উহুদ ও খন্দকের যুদ্ধে মহানবী (সা.)-এর সাথে যোগদান করেন। বদরের যুদ্ধের দিন অওস গোত্রের পতাকা হযরত সা'দ বিন মুআয (রা.)-এর হাতে ছিল।

(আত্তাবাকাতুল কুবরা লি ইবনে সাআদ, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৩২১-৩২২)

বদরের যুদ্ধের সময় হযরত সা'দ বিন মুআয (রা.)-এর আবেগ ও উদ্দীপনা এবং মহানবী (সা.)-এর প্রতি ভালোবাসা ও আত্মোৎসর্গের বহিঃপ্রকাশ সেই ঘটনা থেকেও অনুমেয় যেখানে বদর-প্রান্তরে তিনি মহানবী (সা.)-কে নিজ মতামত জানিয়েছিলেন। এর উল্লেখ হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) সীরাত খাতামান্নাবীঈন পুস্তকে এভাবে করেছেন -

মুসলমানরা যখন সাফরা উপত্যকা [সাফরা বদর ও মদিনার মধ্যবর্তী একটি উপত্যকার নাম যেখানে তিনি (সা.) বদরের যুদ্ধের সমস্ত গনিমতের মাল বা যুদ্ধলব্ধ সম্পদ মুসলমানদের মাঝে সমভাবে বণ্টন করেছিলেন। এই উপত্যকায় প্রচুর পরিমাণে খেজুর বৃক্ষ এবং চাষাবাদ হয়। বদর এবং এর মাঝের দূরত্ব হলো এক মারহালা।] যাহোক তারা যখন এই উপত্যকার এক পাশ দিয়ে অতিক্রম করছিলেন আর অতিক্রম করতে গিয়ে জাফেরান-এ পৌঁছেন, যা বদর থেকে মাত্র এক মঞ্জিল দূরত্বে অবস্থিত, তখন এই সংবাদ লাভ হয় যে, কাফেলার সুরক্ষার জন্য কুরাইশদের একটি বিশাল সংখ্যার সেনাবাহিনী মক্কা থেকে আসছে। অর্থাৎ সেই প্রথম কাফেলা, যেটি একটি বাণিজ্যিক কাফেলা ছিল, তাদের সাহায্যের জন্য আরেকটি বিশাল সংখ্যার সেনাবাহিনী আসছে। তাদের সন্দেহ ছিল, হয়ত মদিনাবাসী এই কাফেলার ওপর আক্রমণ করতে পারে। এখন যেহেতু বিষয় গোপন করার সুযোগ ছিল না, অর্থাৎ এটি আর কোন গোপন বিষয় ছিল না, তাই মহানবী (সা.) সব সাহাবীকে একত্র করে তাদেরকে এই সংবাদ সম্পর্কে অবহিত করেন এবং তাদের কাছ থেকে পরামর্শ আহ্বান করে বলেন, এখন কী করা উচিত? কতিপয় সাহাবী নিবেদন করেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! বাহ্যিক উপকরণকে দৃষ্টিপটে রাখলে এটিই উত্তম মনে হয় যে, আমরা যেন কাফেলার মুখোমুখি হই, কেননা সেনাবাহিনীর মোকাবিলা করার জন্য আমরা এই মুহূর্তে পুরোপুরি প্রস্তুত নই। কিন্তু তিনি (সা.) এই মতামতকে পছন্দ করেন নি। অপরদিকে এই পরামর্শ শোনার পর জ্যেষ্ঠ সাহাবীরা একে একে দাঁড়িয়ে আত্মোৎসর্গের চেতনায় উদ্বুদ্ধকারী বক্তৃতা করেন এবং বলেন, আমাদের প্রাণ ও সম্পদ সবই খোদার জন্য উৎসর্গীকৃত। আমরা সকল ক্ষেত্রে সব ধরনের সেবার জন্য প্রস্তুত আছি। অতএব মিক্বদাদ বিন আসওয়াদ (রা.), যার আরেকটি নাম ছিল মিক্বদাদ বিন আমর, তিনি বলেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আমরা মূসার অনুসারীদের মতো নই যে, আপনাকে উত্তরে বলব– যাও! তুমি আর তোমার খোদা গিয়ে যুদ্ধ কর, আমরা এখানেই বসে আছি। বরং আমরা বলছি যে, আপনি যেখানে খুশি নিয়ে চলুন, আমরা আপনার সাথে আছি, আর আমরা আপনার ডানে ও বামে এবং সামনে ও পিছনে থেকে লড়াই করব। এই বক্তৃতা শুনে তাঁর (সা.) পবিত্র চেহারা আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠে। কিন্তু তখনও তিনি (সা.) আনসারদের উত্তরের অপেক্ষায় ছিলেন। তিনি (সা.) চাচ্ছিলেন কোন আনসারী নেতাও যেন এসব কথা-ই বলে, কেননা তাঁর (সা.) ধারণা ছিল, আনসাররা হয়ত ভাবছে, আকাবার বয়আত অনুযায়ী আমাদের দায়িত্ব কেবল এতটুকুই যে, যদি একান্ত মদিনার ওপর কোন আক্রমণ হয় তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা প্রতিরক্ষা করব। অতএব এরূপ আত্মোৎসর্গের চেতনায় উদ্বুদ্ধকারী বক্তৃতা হওয়া সত্ত্বেও তিনি (সা.) এ কথা-ই বলতে থাকেন যে, ঠিক আছে, আমাকে আরো পরামর্শ দাও যে, কী করা উচিত? অওস গোত্রের নেতা সা'দ বিন মুআয তাঁর (সা.) মনোবাসনা বুঝতে পারেন আর আনসারদের পক্ষ থেকে নিবেদন করেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আপনি হয়ত আমাদের মত জানতে চাইছেন। খোদার কসম! আমরা যেহেতু আপনাকে সত্য মেনে আপনার প্রতি ঈমান এনেছি এবং আমরা আমাদের হাত আপনার হাতে সঁপে দিয়েছি, কাজেই এখন আপনি যেখানে খুশি যান, আমরা আপনার সাথে আছি। সেই সত্তার কসম! যিনি আপনাকে সত্যসহ প্রেরণ করেছেন, আপনি যদি আমাদেরকে সমুদ্রে ঝাঁপ দিতে বলেন তাহলে আমরা ঝাঁপিয়ে পড়ব এবং আমাদের মধ্য থেকে এক ব্যক্তিও পিছনে থাকবে না। ইনশাআল্লাহ্ তা'লা আপনি আমাদের সবাইকে যুদ্ধক্ষেত্রে ধৈর্যশীল পাবেন। এছাড়া আমাদের পক্ষ থেকে সেই বিষয় দেখতে পাবেন যা আপনার চোখকে স্নিগ্ধ করবে। এই বক্তৃতা শুনে তিনি (সা.) অত্যন্ত আনন্দিত হন এবং বলেন, আল্লাহ্‌র নাম নিয়ে অগ্রসর হও আর আনন্দিত হও, কেননা আল্লাহ্ তা'লা আমাকে এই প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে, কাফেরদের এই দুটি দলের, অর্থাৎ সেনাবাহিনী অথবা কাফেলার মধ্য থেকে যে কোন একটি দলের বিরুদ্ধে তিনি আমাদেরকে অবশ্যই বিজয় দান করবেন। আর খোদার কসম, আমি যেন এখন সেসব স্থান দেখতে পাচ্ছি যেখানে শত্রুদের লোকেরা নিহত হয়ে পড়ে থাকবে।

(হযরত মির্যা বশীর আহমদ এম.এ রচিত 'সীরাত খাতামান্নাবীঈন, পৃ: ৩৫৪-৩৫৫) (ফারহাঙ্গে সীরাত, পৃ: ৮৭, যোওয়ার একাডেমি, করাচি, প্রকাশকাল: ২০০৩)

এরপর এমনই ঘটে। যাহোক এখনো তাঁরই স্মৃতিচারণ চলছে। বাকিটা ইনশাআল্লাহ্ তা'লা পরবর্তী খুতবায় বর্ণিত হবে।

****

দোয়াপ্রার্থী: Sk Hatem Ali, Uttar Hajipur, Diamond Harbour

মহানবী (সা.)-এর বাণী

সমস্ত কর্মের পরিণাম নির্ভর করে নিয়ত বা সংকল্পের উপর। প্রত্যেক মানুষ এই নিয়ত বা সংকল্প অনুযায়ীই প্রতিদান পেয়ে থাকে।

(বুখারী, কিতাবুল ঈমান ওয়াননুযুর)

দোয়াপ্রার্থী: Jaan Mohammad Sarkar & Family, Keshabpur,MSD.

শেষের পাতার পর.....

পর্যন্ত না আমরা নিজেদেরকে দারিদ্র মুক্ত করি, আমরা পৃথিবীতে প্রকৃত শান্তি দেখতে পাব না।

হুযুর আনোয়ার বলেন: সবশেষে আমার আন্তরিক প্রার্থনা এই যে মানবজাতি যেন লোভলালসা এবং স্বার্থপরতা ত্যাগ করে এই পৃথিবীতে দুঃখ-কষ্টে জর্জরিত মানুষদের দুঃখ দূর করার প্রতি মনোযোগী হয়। এই কথাগুলি বলেই আমি আরও একবার আপনাদের সকলকে আজকের সন্ধ্যায় এখানের আসার জন্য ধন্যবাদ জানাব। আপনাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ।

অতিথিদের প্রতিক্রিয়া

মেয়র সাহেব নিজের অভিমত ব্যক্ত করে বলেন: ইমাম জামাত আহমদীয়া অত্যন্ত সম্মানীয় ব্যক্তিত্বের অধিকারী, তিনি মানুষের প্রতি সহানুভুতিশীল। তাঁর বক্তৃতা অত্যন্ত উপযোগী এবং মানুষকে ভাবতে বাধ্য করে। এটি তাঁর প্রজ্ঞার পরিচায়ক, আর এই প্রজ্ঞা জামাতের ইমাম প্রসার করতে চান। তাঁর বক্তৃতায় মানবীয় সহানুভুতির প্রতিফলন ঘটেছে।

মালি থেকে ইউনেস্কোর দূত উমর কাইতা সাহেব নিজের মতামত ব্যক্ত করে বলেন, 'ইমাম জামাত আহমদীয়া শান্তির বাহক, আর ইউনেস্কো হল সেই সর্বোত্তম স্থান যেখানে শান্তির বিষয়ে আলোচনা হওয়া সম্ভব। এই শান্তি আমাদের সমগ্র বিশ্বে প্রসার করা উচিত।

জামাত আহমদীয়া আমাদের দেশে ১৯৮৭ সাল থেকে প্রতিষ্ঠিত; এটি আমাদের দেশের উন্নতি ও সমৃদ্ধির জন্য অনেক কাজ করছে এবং বন্ধুত্বপূর্ণভাবে আমাদের জাতির লোকদের সঙ্গে কাজ করছে।

জামাত আহমদীয়ার ইমামের সঙ্গে সাক্ষাত করে ভাল লাগল। তিনি গভীর দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তিত্ব, যিনি শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য চেষ্টারত। এই জিনিসটিই মুসলিম জাতির প্রয়োজন। জামাতের ইমাম বিশ্বজনীন ন্যায়বিচার ও সৌহার্দের যে অবধারণা উপস্থাপন করেন, তা জগতের ভীষণ দরকার।

ফ্রান্সে মালিয়ান বংশোদ্ভুত ক্যাথলিক সদস্যদের সংগঠনের সদর Guillaume Diallo সাহেব বলেন: আমি আগে থেকেই আহমদীদের সম্পর্কে জানতাম। এঁরা সমস্ত ধর্মাবলম্বীদের কাছে এই বার্তা পৌঁছে দিতে চান। আমরাও আন্তঃধর্মীয় সংলাপের জন্য চেষ্টা করছি।

যদি পৃথিবীতে সেই ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হয় যা জামাতের ইমাম উপস্থাপন করছেন, তবে পৃথিবীর যাবতীয় সমস্যাবলীর মূল উৎপাটন হবে। যখন আমরা অন্যদের ভাবাবেগের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হব, তখনই সর্বত্র শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবে। পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধের ভীষন প্রয়োজন রয়েছে। আমাদের মধ্যে প্রত্যেকেই নিজ নিজ ধর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত, কিন্তু আমাদের সম্মিলিত ধর্মবিশ্বাস এক, আর সেটি হল খোদার সত্তা।

ন্যাটো মেমোরিয়ালের সদর মি. ব্রেন্টন সাহেব বলেন: এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করতে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। এটি এক গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক সম্মেলন ছিল। এর মাধ্যমে শান্তি, সহনশীলতা এবং ভ্রাতৃত্ববোধ প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। আমি চাই অনেক মানুষ জামাত আহমদীয়ার বার্তা শুনুক। জামাত আহমদীয়ার ইমাম প্রকৃত ইসলামের কথা বলেন যা শান্তি ও সহনশীলতার শিক্ষা দেয়। এই বার্তা চরমপন্থার সম্পূর্ণ বিপরীত। জামাত আহমদীয়া এখানে শান্তির বার্তা প্রসারে অনেক চেষ্টা করছে। এটি খুব প্রয়োজনীয় কাজ, আর আমিও তাঁর সাহায্য করতে প্রস্তুত।

আমাদের প্রত্যেককে শান্তি প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করা উচিত। আর সর্বস্তরে এই কাজ করা দরকার; এর জন্য নিজেদের ব্যবহারিক দৃষ্টান্ত পেশ করা উচিত।

ফ্রান্সের একটি জনকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠানের পরিচালকও এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেছিলেন। তিনি নিজের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে বলেন, আমাদের সংগঠন হাসপাতালের জন্য অর্থ সংগ্রহ করে থাকে। এক আহমদী মহিলা আমাকে এখানে আমন্ত্রিত করেছেন। তিনি আমাদের সঙ্গে সেবামূলক কাজে অনেক সহযোগিতা করে থাকেন। আমি আপনাদের খলীফার সঙ্গে সাক্ষাত করে অত্যন্ত আনন্দিত। শিক্ষা প্রসঙ্গে যে কথাগুলি তিনি বলেছেন সেগুলি চমৎকার ছিল। প্রত্যেকের শিক্ষার সমান অধিকার ও সুযোগ থাকা বাঞ্ছনীয়। এই বার্তাটি অসাধারণ ছিল। এছাড়াও পৃথিবীর প্রয়োজন হল শান্তির। আমার মতে বিভিন্ন উপায়ে শান্তির প্রসার ঘটানো যেতে পারে এবং এক্ষেত্রে আমরা নিজের নিজের অবদান রাখতে পারি। যেমন সেবামূলক কাজ করার মাধ্যমে, আপনাদের মত শান্তিপ্রিয় জামাতের সঙ্গে কাজ করে, আপনাদের সহায়তা করার মাধ্যমে আমরা শান্তি প্রতিষ্ঠায় নিজেদের অবদান রাখতে পারি। আপনারা স্কুল, হাসপাতাল তৈরী করছেন, পানির ব্যবস্থা করছেন- এসব কাজে আপনাদের সহায়তা করা যেতে পারে। এই সব বিষয়েই আজ শোনা গেছে। এটি খুব ভাল পদক্ষেপ। অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত হওয়ার জন্য আপনাদেরকে কৃতজ্ঞতা জানাই।

ফ্রান্সের মানবাধিকার সংগঠনের এক সদস্য অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেছিলেন। তিনি নিজের মতামত ব্যক্ত করে বলেন, " আমাদের অনেক সঙ্গী ইউরোপে সংঘবদ্ধ হয়ে মানবাধিকার সংক্রান্ত কাজ করছে। আমি এখানে এসে অত্যন্ত আনন্দিত। আমাদের দলে অস্ট্রিয়া থেকে এক বন্ধু যোগ দিয়েছেন, যিনি আপনাদের সঙ্গেও কাজ করেন। তাঁর সঙ্গে এখানে সাক্ষাত হয়েছে। আপনাদের খলীফার ভাষণ খুব ভাল এবং গভীর অর্থবহ ছিল। তিনি বিস্তারিতভাবে শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা এবং এর বিকাশের জন্য গৃহীত পদক্ষেপের কথা উল্লেখ করেছেন। এছাড়াও তিনি শিক্ষা ও জ্ঞানের জগতে ইসলামের সেবামূলক কর্মকাণ্ডের ঐতিহাসিক প্রমাণ ও তথ্যাদি তুলে ধরেছেন। তাঁর দ্বারা উপস্থাপিত তথ্য গুলি অত্যন্ত কৌতুহল উদ্দীপক ছিল। আমার মতে শান্তি শুরু হয় মানুষের নিজের হৃদয় থেকে, নিজ পরিবার থেকে। আমাদের নিজেদের পরিবারের শিক্ষার ব্যবস্থা করা উচিত।

সিটি কাউন্সিলের এক সদস্য অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। তিনি নিজের মতামত ব্যক্ত করে বলেন, জাতিভেদের বিরুদ্ধে স্থাপিত একটি প্রতিষ্ঠানে আমি ইনচার্জ পদে রয়েছি। আমি খলীফার এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করার উদ্দেশ্যে এসেছি। আপনাদের ইমামের বক্তব্য ভীষণ ভাল লেগেছে, বিশেষ করে মেয়েদের সমান শিক্ষার সুযোগ প্রদানের বিষয়ে তাঁর বক্তব্যটি। আন্তঃধর্মীয় সমন্বয় অত্যন্ত জরুরী। আফ্রিকার প্রত্যন্ত অঞ্চলে শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সম্পর্কিত প্রকল্পের কথা তিনি উল্লেখ করেছেন। সচরাচর ফ্রান্স কিম্বা অন্যান্য দেশে ইসলামের প্রসঙ্গ উঠলেই বিভিন্ন প্রকার সংশয়ের কথা সামনে আসে; সমাজে এক প্রকার ইসলামোফোবিয়া বা ইসলাম-ভীতি রয়েছে। এমন পরিস্থিতিতে ইসলাম সম্পর্কে ইতিবাচক কথাবার্তা শোনা গেল, যা আমাকে আনন্দ দিয়েছে। আমার এক বন্ধু আহমদী, তাই আমার ইচ্ছে ছিল এখানে আসার এবং দেখার যে আপনাদের জামাত কি জিনিস এবং কিভাবে কাজ করে। আপনাদের সম্পর্কে আরও তথ্য জানার আগ্রহ ছিল।

এক ভদ্রলোক নিজের মতামত ব্যক্ত করে বলেন, 'এটি অসাধারণ উপলক্ষ্য ছিল; এখানে অনেক কিছুই শেখার মত ছিল। খলীফা খুব সুন্দর ভঙ্গিতে ইসলামের ইতিবাচক ভাবমূর্তি তুলে ধরেছেন এবং এবিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন যে ছোট আকারে কাজ করেও পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠায় নিজের ভূমিকা রাখা যায়। আফ্রিকায় বিভিন্ন প্রকল্পের কথা তিনি উল্লেখ করেছেন। আমারও একই ধারণা যে সর্বত্র শান্তি প্রতিষ্ঠা করা আমাদের জন্য সম্ভব নয়, কিন্তু যদি আমাদের মধ্য থেকে প্রত্যেকে স্থানীয়, আঞ্চলিক এবং জাতীয় স্তরে নিজের নিজের দায়িত্ব বুঝে নেয়, তবে আমরা এক বিরাট পরিবর্তন আনতে পারি। নারী ও পুরুষ, বিভিন্ন জাতি ও জনগোষ্ঠীর মধ্যে পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও সহনশীলতার বৈশিষ্ট্য বিকশিত করা জরুরী। আমি জানি না যে কিভাবে আমরা সফল হব, কেননা পৃথিবীতে অনেক শক্তি শান্তির বিরুদ্ধে কাজ করছে, তারা মানুষের মধ্যে বিভাজন করতে চায়। আমার মতে স্থানীয় পর্যায়ে প্রত্যেকের নিজের নিজের ভূমিকা পালনের চেষ্টা করা উচিত, যাতে পৃথিবী শান্তিময় হয়ে ওঠে।

আলেকজান্ডার সাহেব এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেছিলেন। তিনি বলেন,

মহানবী (সা.)-এর বাণী

আল্লাহ্ তা'লার নিরানব্বইটি নাম রয়েছে। যে ব্যক্তি জীবনে এগুলিকে দৃষ্টিপটে রাখবে এবং এর বিকাশস্থল হওয়ার চেষ্টা করবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। (তিরমিযি, কিতাবুদ দাওয়াত)

দোয়াপ্রার্থী: Mohmmad Parvez Hossain and Family, Bolpur, (Birbhum)

যুগ ইমাম-এর বাণী

স্মরণ রেখো! পাপাচার ও দুরাচার উপদেশ কিম্বা অন্য কোনও উপায়ে দূর হওয়ার নয়। দোয়াই হল এর একমাত্র পন্থা। (মালফুযাত, ৫ম খণ্ড, পৃ: ১৩২)

দোয়াপ্রার্থী: Azkarul Islam, jamat Ahmadiyya Amaipur (Birbhum)

'খলীফা শান্তির বার্তা দিয়েছেন আর তাঁর ভাষণ সত্য সম্বলিত ছিল। তিনি ভাষণে কোনও বিষয়ে রাখঢাক না করে খোলাখুলিই আলোচনা করেছেন। আমার মনে হয়, জামাত আহমদীয়া দাসত্ব প্রথার বিষয়টি স্পষ্ট করেছে। এই বার্তাটি চমৎকার ছিল। মুসলমানদের মধ্যে আহমদীরা এই বার্তা পেশ করেছে, যারা একটি ছোট্ট জামাত। খলীফার সঙ্গে আমার সাক্ষাতও হয়েছে। তিনি এক সম্মানীয় ব্যক্তি; অত্যন্ত বন্ধুত্বপূর্ণভাবে তিনি আমাদের সঙ্গে সাক্ষাত করেছেন। আমি ছবি তোলার সৌভাগ্য পেয়েছি। এটি আমার জন্য একটি স্মরণীয় মুহূর্ত ছিল।

মাইয়ানী অনফ্রে নামে এক অতিথি এসেছিলেন, যিনি থিঙ্ক ট্যাঙ্ক হিসেবে কাজ করেন। তিনি নিজে মতামত ব্যক্ত করে বলেন, ' ইউনেস্কোর প্রেক্ষাপটে খলীফার ভাষণ একেবারে আদর্শ ছিল। আমার মনের যে সব ইচ্ছে ছিল যে খলীফা এই বিষয়ে কথা বলুন, তিনি সেই বিষয়ের উপরেই কথা বলেছেন। তিনি এও বলেছেন যে প্রাচীন যুগের মুসলমানরা উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত ছিলেন এবং অনেক কিছু পৃথিবীকে শিখিয়েছেন; তাঁরাই আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের জনক।

খলীফা ইসলামী শিক্ষার দৃষ্টিকোণ থেকে আমাদেরকে বুঝিয়েছেন যে আমরা ভবিষ্যত প্রজন্মের জন্য কিভাবে পৃথিবীকে উপযুক্ত হিসেবে রেখে যেতে পারি। একটি শক্তিশালী শিরোণাম সহকারে এই ভাষণটি প্রকাশিত হওয়া উচিত।

বার্নার্ড গোডার্ড নামে এক অতিথি বলেন, 'টিভিতে ইসলামের বিরুদ্ধে যে সমস্ত অপপ্রচার আমাদেরকে দেখানো হচ্ছে, খলীফা তার সম্পূর্ণ ভিন্নধর্মী এক ইসলামের শিক্ষা উপস্থাপন করেছেন। আর এটিই প্রকৃত ইসলাম। আমি আজ আঁ হযরত (সা.) -এর সম্পর্কে জেনেছি যে কিভাবে তিনি মদীনায় অতি উৎকৃষ্ট সমাজ গড়ে তুলেছিলেন। আমি আজ প্রথম বার জানতে পেরেছি যে ইসলাম জ্ঞানের জগতে কত বড় অবদান রেখেছে।

তিনি আরও বলেন, এছাড়াও খলীফা সাহেবের যে ভাষণ ছিল তাতে শান্তির বার্তাও ছিল যা কুরআন করীম এবং রসুলুল্লাহ্ (সা.)-এর উদাহরণসহকারে বর্ণনা করা হয়েছে। আজকের যুগে এই ভাষণ ভীষণভাবে উপযোগী।

মিস দানুতা নামে মহিলা, যিনি একটি অলাভজনক প্রতিষ্ঠানের পরিচালক, তিনি নিজের মতামত ব্যক্ত করে বলেন, ' আপনাদের খলীফা বার বার তাঁর ভাষণে শিক্ষার গুরুত্বের কথা উল্লেখ করেছেন। তিনি শিক্ষার উপর যে এত গুরুত্ব আরোপ করছেন তা দেখে আমি ভীষণ আনন্দিত হয়েছি। তিনি উচ্চশিক্ষা অর্জনকারী মেয়েদেরকে স্বর্ণপদক প্রদান করেন। আমি নিজে একজন বিজ্ঞানী; আমার জন্য এই বিষয়টি অত্যন্ত আশ্চর্যের যে একজন ধর্মীয় নেতা বিজ্ঞান প্রসারের কথা বলছেন, অথচ ধর্মীয় নেতারা বিজ্ঞানকে ভয় পায়।

আলেকজান্ডার ভাইন সাহেব বলেন, 'খলীফার ভাষণ অত্যন্ত শক্তিশালী ছিল যার ভিত্তি ছিল শান্তি। এই ভাষণে তিনি স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, মুসলমানেরা অনায়াসে পশ্চিমি দুনিয়ায় সমন্বিত হতে পারে আর ইসলাম মানবীয় মূল্যবোধকে প্রতিষ্ঠিত রাখে।

মানবতা সম্পর্কে আমি অনেক কিছু শিখেছি, আর আমি আশ্চর্য হচ্ছি যে এরা কতটা অগ্রসর হয়ে মানবতার সেবা করছে। আপনারা আফ্রিকায় অভাবপীড়িতদের কাছে শিক্ষা এবং স্বাস্থ্য পরিষেবা পৌঁছে দিচ্ছেন, এবং জাতি, ধর্ম ও বর্ণ নির্বিশেষে মানবতার সেবা করছেন।

আউমার কেউতা নিজের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে বলেন, 'খলীফা এক অসাধারণ ব্যক্তিত্ব। তিনি শান্তির প্রসার ঘটাচ্ছেন। তাঁর জ্ঞান অত্যন্ত ব্যপক ও গভীর। আমি তাঁকে তাঁর শান্তি বার্তার জন্য সাধুবাদ জানাতে চাই। ইউনেস্কো একটি আদর্শ স্থান যেখানে শান্তি নিয়ে আলোচনা হওয়া সম্ভব। তিনি এমন এক ব্যক্তিত্ব যিনি শান্তির মূর্তপ্রতীক। আজ মুসলিম জাতির এমনই একজন নেতার প্রয়োজন।

আমি আজ এমন এক ব্যক্তির সান্নিধ্য পেয়েছি যিনি শান্তি ও ন্যায় বিচারের সমর্থক। এই ন্যায় বিচারেরই আজ পৃথিবীর প্রয়োজন, যেখানে সন্ত্রাসবাদ সর্বত্র পৃথিবীর শান্তি বিঘ্নিত করেছে।

১১ই অক্টোবর, ২০১৯
মসজিদের উদ্বোধন

জুমআর নামাযে জার্মানী, সুইজারল্যাণ্ড, বেলজিয়াম, পর্তুগাল, যুক্তরাজ্য, তিউনিশিয়া, মরোক্কো, আলজেরিয়া, ঘানা, সেনেগাল, মরিশাস, মালি, কমোরোজ দ্বীপপুঞ্জ, তুর্কি, গিনি বাসাউ এবং ভিয়েতনামের সদস্যগণ উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠান অনুসারে হুযুর আনোয়ার (আই.) বেলা ২টোর সময় এসে মসজিদের বাইরে দেওয়ালে ভিত্তি শিলার অনাবরণ করেন। হুযুর আনোয়ার মসজিদে এসে জুমআর খুতবা প্রদান করেন। অতঃপর জুমআর নামাযের সঙ্গে আসরের নামায জমা করে পড়ান।

প্রেস কনফারেন্স।

অনুষ্ঠান অনুসারে ৪টের সময় নিজ অফিসে হুযুর সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন। এখনকার একটি স্থানীয় পত্রিকা ডি.এন.এ -র প্রতিনিধি সাংবাদিক উপস্থিত ছিলেন। এছাড়াও স্থানীয় রেডিও ব্লু ফ্রান্স এর প্রতিনিধি সাংবাদিক উপস্থিতি ছিলেন। এটি এখানে স্থানীয়ভাবে সমস্ত তথ্য সম্প্রচার করে। এই চ্যানেলটি বেশ জনপ্রিয়।

রেডিও ব্লু ফ্রান্স এর এক প্রতিনিধি সাংবাদিক প্রশ্ন করেন যে এখানে মসজিদ স্থাপনের সিদ্ধান কেন নেওয়া হল যেখানে জনসংখ্যা তেমন নেই? এর কারণ কি? হুযুর আনোয়ার বলেন, 'এখানকার জামাতের সদস্যরা বিভিন্ন জায়গা সন্ধান করছিল, কিন্তু সফল হচ্ছিল না। এই কারণে তারা শহরের বাইরে এই জায়গাটি ক্রয় করেছে। এর কারণ হল আমাদের প্রাচুর্য অত্যন্ত সীমিত। তেলভাণ্ডার সমৃদ্ধ কোন দেশের সহায়তায় আমরা কোন প্রকল্প গড়ি না; বরং সদস্যদের দান করা চাঁদার অর্থে গড়ি। নিজেদের সাধ্যের মধ্যে থেকে ভাল জায়গা পেয়ে আমরা তাই কিনে ফেললাম।

দ্বিতীয় কারণ, বর্তমানে মানুষের কাছে উপকরণ রয়েছে, পরিবহন ব্যবস্থা ও গাড়ি আছে। আমি দেখলাম এখান দিয়ে বাস চলাচলও করে, তাই মানুষ অনায়াসে এখানে আসতেও পারবে। কিন্তু আমরা যখন লন্ডন মসজিদ তৈরী করেছিলাম, সেই সময় সেখানে জঙ্গল ছিল; লন্ডনের অনেক বাইরে ছিল সেটি, প্রায় আট-দশ মাইল বাইরে। তৎকালীন ইমাম সেই সময় লেখেন যে জায়গাটি অনেক দূরে, এখানে মানুষ আসবে না। সেই সময় হযরত খলীফাতুল মসীহ সানি (রা.) বলেছিলেন, 'লন্ডন সেখানে পৌঁছে যাবে।' তাই আমরাও আশা করি স্ট্রসবার্গ এখানেও পৌঁছে যাবে।

১৯২৪ সালের কথা, সেই সময় অর্থসম্পদও ছিল না, উপরন্ত লন্ডনে মাত্র কয়েক ঘর আহমদী ছিল। এখানে তো এখন আল্লাহ্‌র কৃপায় কয়েকশ' আহমদী বাস করছেন আর উপকরণও রয়েছে। তাই আমাদের আশাও বড় থাকা উচিত। যেখানে মসজিদ নির্মিত হয়েছিল, সেটি এখন লন্ডনের অংশ।

সেই সাংবাদিকই প্রশ্ন করেন যে, প্রতিবেশীদের সঙ্গে আপনাদের আচরণ কেমন হবে?

এর উত্তরে হুযুর আনোয়ার বলেন, প্রতিবেশীদের সম্পর্কে আমাদের শিক্ষা অত্যন্ত স্পষ্ট। আশা করি, এখানকার আহমদীরা সেই আচরণই অনুসরণ করবেন। ইসলামি শিক্ষায় প্রতিবেশীদের অনেক অধিকার দেওয়া হয়েছে। আঁ হযরত (সা.) বলেছেন,'প্রতিবেশীদের অধিকার সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'লা এতবার জোর দিয়েছেন যে আমার মনে হয়েছে হয়তো উত্তরাধিকারেও তাদের অংশ দেওয়া হবে।

সেই সাংবাদিক প্রশ্ন করেন, 'আশপাশের মসজিদের সঙ্গে আপনাদের সংলাপ ঠিক আছে কি না?' হুযুর আনোয়ার বলেন, আমরা তো চাই সকলের সঙ্গে ঠিক রাখতে; মুসলমান এবং খ্রীষ্টান, উভয়কেই সাদর আমন্ত্রণ জানাই যে এস, আমাদের সঙ্গে বস, মসজিদেও এস। আলোচনা কর, এক সঙ্গে মিলে আন্তঃধর্মীয় অনুষ্ঠান কর। আমাদের পক্ষ থেকে কোন বাধা নেই। কিন্তু অন্যান্য কিছু উলেমা এবং মৌলবী অত্যন্ত অনমনীয় প্রকৃতির। অনেক সময় তারা এমনটি করে না। কিন্তু অনেক সৎ প্রকৃতিরও আছেন, যারা আসেন। প্যারিসে মুসলিম কাউন্সিলের সহসভাপতি সাক্ষাতের জন্য এসেছিলেন। তাই আমরা সকলের জন্য দরজা খোলা রাখি।

এরপর ডি.এন.এর পত্রিকার মহিলা সাংবাদিক প্রশ্ন করেন যে, ইন্টিগ্রেশন সম্পর্কে আপনার মতামত কি? আমাদের জ্ঞানে দুই প্রকারের মসজিদ রয়েছে। একটি উপাসনার জন্য, অপরটি সংস্কৃতির প্রসারের জন্য। আপনারা কোন ধরণের কাজ করবেন?

হুযুর আনোয়ার বলেন: মসজিদের প্রধান সভাগৃহটি কেবল উপাসনার জন্য, সেখানে কেবল উপাসনা হয়। এই কারণে আমরা এর সাথে একটি মাল্টিপারপোজ হলঘ নির্মাণ করে থাকি। এর উদ্দেশ্য হল আমাদের আরও বিভিন্ন অনুষ্ঠানাদি হয়ে থাকে যেগুলি মসজিদে হওয়া সম্ভব নয়। মসজিদের একটি পবিত্রতা রয়েছে, সেটির প্রতি যত্নবান থাকা উচিত। আল্লাহ্ তা'লা মসজিদের যে উদ্দেশ্য বর্ণনা করেছেন সেটি হল ইবাদত। যে ধর্মই হোক না কেন, এর একমাত্র উদ্দেশ্য হল এক খোদার ইবাদত করা। (ক্রমশ....)

কোনো কাজের উদ্দেশ্যেও ব্যবহার করা হবেনা। ধর্মীয় পন্ডিত ও সন্নাসীরা যেখানেই থাকুক না কেন তাদের কাছ থেকে কোনো জিজিয়া কর বা খারাজ কর আদায় করা হবেনা। যদি কোনো মুসলমানের স্ত্রী খ্রীষ্টান হয় তবে ব্যক্তিগত ভাবে ইবাদতের বিষয়ে তার পূর্ণ স্বাধীনতা থাকবে । যদি কেউ নিজেদের ধর্মের পন্ডিতদের কাছে ধর্মীয় বিষয়ে কিছু জানার উদ্দেশ্যে যেতে চাই তবে সে যেতে পারে। গীর্জার বা অন্যান্য ধর্মীয়স্থলের মেরামতের বিষয়ে তিনি (সাঃ) বলেছেন যে , যদি তারা মুসলমানদের কাছ থেকে আর্থিক অনুদান বা নৈতিক সহায়তা নিতে চাই তবে মুসলমানদের উচিত সহায়তা করা। কেননা এটা উত্তম জিনিস, আর এটা কোন ঋণ বা উপকার বলে গণ্য হবে না, বরং এই ধরণের সামাজিক সম্পর্ক বিস্তার ও একে অপরকে সহায়তার কাজ এই চুক্তিকে উন্নত করার একটা মাধ্যম হবে।

(তালখিস আজ জাদে মুয়াদ ফি হুদা)

অতএব ধর্মীয় স্বাধীনতা ও সহিষ্ণুতা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে এটা ছিল আঁ হযরত (সাঃ) এর মানদন্ড। তা সত্বেও তাঁর (সাঃ) উপর অত্যাচার করার এবং তরবারির শক্তিতে ইসলামের প্রসার ঘটানোর অপবাদ দেওয়া ঘোর অনৈতিক কাজ।

হযরত মসীহ মওউদ (আঃ) বলেন:-

“সুতরাং , যেহেতু আহলে কিতাব (খ্রীষ্টান ও ইহুদিরা) ও আরবের পৌত্তলিকরা চরম পর্যায়ের কদাচারের শিকার হয়ে পড়েছিল। তারা অসৎ কর্মকেই সৎ কর্ম বলে মনে করত। অপরাধ থেকে বিরত হত না এবং সার্বজনীন শান্তিতে বিঘ্ন সৃষ্টি করত। তাই খোদা তায়ালা তাঁর নবীর হাতে রাজত্বের দায়িত্বভার অর্পণ করে দরিদ্রদেরকে রক্ষা করতে চেয়েছেন। যেহেতু আরব দেশ লাগামহীন ছিল এবং লোকেরা কোনো সম্রাটের রাজত্বের অধীনে ছিলনা এই কারণে প্রত্যেকটি গোত্র অত্যন্ত বন্ধনহীন ও ধৃষ্টতাপূর্ণ জীবনযাপন করত।”

(কোনো আইন ছিলনা কেননা তারা কারও অধীনে ছিলনা) “এবং যেহেতু তাদের জন্য শাস্তিপ্রদানের আইন ছিলনা এই কারণে তারা প্রতিনিয়ত অপরাধের সীমাতিক্রম করতে থাকত। সুতরাং খোদা তায়ালা তাদের প্রতি করুণা প্রদর্শনপূর্বক আঁ হযরত (সাঃ) কে সেই দেশে রসুল করে প্রেরণ করলেন,। শুধু তাই নয় তাকে সে দেশের স্ম্রাটও বানিয়ে দিলেন। এবং কুরান শরীফকে এমন বিধান হিসেবে প্রেরণ করলেন যাতে দিওয়ানি ও ফৌজদারী ও অর্থনৈতিক সকল প্রকার নির্দেশিকা বিদ্যমান। অতএব আঁ হযরত (সাঃ) একজন স্ম্রাট হিসেবে সমস্ত দলের উপর ন্যায় বিচারক ছিলেন, এবং সমস্ত ধর্মের মানুষ তাদের মুকদ্দমা তাঁর নিকট নিষ্পত্তির জন্য নিয়ে আসত।

কুরান শরীফ দ্বারা প্রমাণিত যে একবার একজন মুসলমান ও এক ইহুদির মুকদ্দমা আঁ হযরত (সাঃ) এর নিকটে উপস্থাপন করা হয়। তিনি (সাঃ) বিষয়টির অনুসন্ধান করার পর ইহুদি ব্যক্তিকে সত্য বলে প্রতিপন্ন করেন। এবং মুসলমানের বিপক্ষে তার দাবীর ভিত্তিতে রায় দেন।” (এর উল্লেখ আমি পূর্বে করেছি।) “তাই কিছু নির্বোধ বিরুদ্ধবাদী যারা মনোযোগের সঙ্গে কুরান শরীফ অনুধাবন করেনা, তারা প্রত্যেকটি বিষয়কে আঁ হযরত(সাঃ) এর নবুয়তের অধীনে নিয়ে আসে, অথচ এই ধরণের শাস্তি খিলাফত অর্থাৎ স্ম্রাজ্যের অধিপতি হিসেবে নির্ধারণ করা হয়েছিল।”(অর্থাৎ এটা সরকারের দায়িত্ব)

“ বনী ইসরাঈলের মধ্যে হযরত মুসা (আঃ) এর পর নবী ও স্ম্রাট ভিন্ন ভিন্ন হত। যারা রাজনৈতিক বিষয়াদির মাধ্যমে শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রাখত। কিন্তু আঁ হযরত (সাঃ) এর সময় এই দুটি দায়িত্বভারই আঁ হযরত(সাঃ) কে প্রদান করা হয়েছিল।.....

অতএব যে পবিত্র নবীর (সাঃ) উপর এই বিধান অবতীর্ণ হয়েছিল, এটা কিরূপে সম্ভব যে তিনি তাঁর উপর অবতীর্ণ আদেশ পরিপন্থী কাজ করবেন। তিনি (সাঃ) মক্কা বিজয়ের সময় ইসলামে প্রবেশের শর্ত ছাড়াই সকলের নিরাপত্তা এবং সার্বজনীন ক্ষমা ঘোষণা করেন। এর এমন উদাহরণ আমরা দেখেছি। এর বিভিন্ন রূপ ছিল, কিন্তু এমন শর্ত ছিল না যে ইসলাম গ্রহণ করার শর্তেই ক্ষমা প্রদান করা হবে। বিভিন্ন স্থানে যাওয়ার এবং প্রবেশ করার, কারো পতাকা তলে আশ্রয় নেওয়া, খানা কাবায় যাওয়া বা বিশেষ কারো গৃহে প্রবেশ করার কারণে ক্ষমা ঘোষণা করা হয় । আর এটি এমন উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত যা আমরা আর কোথাও দেখতে পাইনা। সম্পূর্ণরূপে এই ঘোষণা করলেন যে , যাও আজকের দিনে তোমাদের জন্য কোনও শাস্তির অবকাশ নাই। তাঁর (সাঃ) উপর হাজার হাজার সালাম ও দরূদ বর্ষিত হোক যিনি নিজের এই মহান আদর্শ স্থাপন করে আমাদেরকে শিক্ষা প্রদান করেছেন। আল্লাহ তায়ালা আমাদের সকলকে এই শিক্ষার উপর আমল করার শক্তি প্রদান করুন। আমীন।

১ম পাতার পর.....

করেছিলেন! তিনি সম্মানীয় সাহাবাদের এক পবিত্র ও পুণ্যবান জামাত গঠন করেন, যাঁদের সম্পর্কে বলা হয়েছে- كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ (আলে ইমরান, আয়াত: ১১১) অতঃপর এইসব লোকেরাই সুসংবাদ প্রাপ্ত হয়েছেন رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْهُ । আঁ হযরত (সা.)-এর জীবদ্দশায় মদীনায় কোন কপাটাচারী অবশিষ্ট ছিল না। মোটকথা তিনি এমন সফলতা লাভ করেছিলেন যার তুলনা পৃথিবীর অন্য নবীর জীবনীতে পাওয়া যায় না। এর দ্বারা আল্লাহ্‌র তা'লার উদ্দেশ্য এই যে কেউ যেন কখনওই কেবল মৌখিক দাবি পর্যন্তই সীমাবদ্ধ না থাকে, কেননা কেবল মৌখিক দাবি ও প্রদর্শনমুখিতা পর্যন্ত যদি বিষয় সীমিত থাকে, তবে আমাদের সঙ্গে অন্যদের পার্থক্য কি অবশিষ্ট থাকল বা তাদের থেকে আমরা কিভাবে উত্তম হলাম? তোমরা কেবল নিজেদের ব্যবহারিক দৃষ্টান্ত উপস্থাপন কর; এর মধ্যে এমন এক ঔজ্জ্বল্য থাকা বাঞ্ছনীয় যাতে অন্যেরা এটি গ্রহণ করে। কেননা যতক্ষণ পর্যন্ত না এতে ঔজ্জ্বল্য না থাকে, কেউ তা গ্রহণ করে না। কোন ব্যক্তি কি কখনও মলিন ও বিবর্ণ বস্তু পছন্দ করতে পারে? কাপড়ে একটি দাগ থাকলেও তা ভাল দেখায় না। অনুরূপভাবে যতক্ষণ পর্যন্ত তোমাদের অভ্যন্তরীণ অবস্থায় স্বচ্ছতা এবং ঔজ্জ্বল্য সৃষ্টি না হয়, কেউ তোমাকে মূল্য দিবে না। প্রত্যেক ব্যক্তিই উৎকৃষ্ট বস্তু পছন্দ করে। অনুরূপভাবে যতক্ষণ না তোমাদের নৈতিক চরিত্র উৎকৃষ্টমানের হয়, তোমরা কিছুই অর্জন করতে পারবে না।

(মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃ: ১৬৫-১৬৭, কাদিয়ান থেকে প্রকাশিত)

নিকাহ্ বন্ধন

একটি রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে যে হযরত মুগাইরা (রা.) বর্ণনা করেন যে তিনি এক জায়গায় নিকাহর প্রস্তাব দিলে আঁ হযরত (সা.) বলেন, ‘মেয়েটিকে দেখে নাও, কেননা এভাবে দেখলে তোমার এবং তার মাঝের বোঝাপড়া এবং ভালবাসা সৃষ্টির সম্ভাবনা বৃদ্ধি পাবে।

(তিরমিযী, কিতাবুন নিকাহ)

এই অনুমতিকেও বর্তমান সমাজে কিছু মানুষ ভুল বুঝেছে এবং এর এই অর্থ বের করেছে যে একে অপরকে বোঝার জন্য সব সময় আলাদা বসে সময় কাটাতে হবে, ঘুরে বেড়াতে হবে। ..... বাড়িতেও ঘন্টার পর ঘন্টা পৃথক হয়ে একসঙ্গে বসে থাকে। এটিও ঠিক নয়। এর অর্থ হল মুখোমুখি হয়ে একে অপরের চেহারা দেখে পরস্পরকে বুঝতে সহজ হয়। কথা বলার সময় অনেক স্বভাব সম্পর্কে জানা যায়। এছাড়াও বর্তমান যুগে পরিবারের সদস্যদের সামনে খাবার খেলেও কোনও অসুবিধা নেই। খাওয়ার সময়েও স্বভাবের অনেকগুলি দিক প্রকাশ পায়। আর যদি কোনও বিষয় অপছন্দনীয় মনে হয়, তবে তা প্রথমে প্রকাশ পাওয়াই উত্তম, যাতে পরবর্তীতে বিবাদের উৎপত্তি না হয়। আর যদি উন্নত স্বভাব-চরিত্র হয়, তবে এই সম্পর্কের মধ্যে বোঝাপড়া এবং ভালবাসাও বৃদ্ধি পায়। ... কখনও কখনও অনেকে সম্পর্ক হওয়ার পর ভেঙ্গে দেওয়ার চেষ্টা করে। তাদের মুখোমুখি সাক্ষাতের ফলে এবং একে অপরের চালচলন দেখার ফলে এমন সুযোগ আসবে না। কেননা তারা একে অপরের সম্পর্কে অবগত থাকবে। কিন্তু অপরপক্ষে অনেকে এর বিপরীতেও অনেক বাড়াবাড়ি করে। ছেলে ও মেয়ে বিয়ের আগে কিম্বা দেখাশোনার সময় পরস্পরের সামনে বসতেও পারে না। এটিকে তারা আত্মাভিমানের নাম দেয়। অতএব ইসলামের শিক্ষা হল ভারসাম্য বজায় রাখার শিক্ষা। না কম না বেশি। এই নীতিই অনুসৃত হওয়া কাম্য। এরই মাধ্যমে সমাজে শান্তি বজায় থাকবে, কলহ ও বিশৃঙ্খলা দূরীভুত হবে।” (খুতবাতে মাসরূর, ২য় খণ্ড, পৃ: ৯৩৪-৯৩৫)

(নাযির ইসলাহ ও ইরশাদ মারকাযিয়া, কাদিয়ান)

যুগ খলীফার বাণী

“আপনি নিজে এবং পরিবারের সদস্যগণ এম.টি.এ শোনার বিষয়ে গুরুত্ব দিন, আমার খুতবা এবং বিভিন্ন সময়ে দেওয়া ভাষণগুলি শুনুন।” (২০১৬ সালের ঘানা জলসায় প্রদত্ত বিশেষ বার্তা)

দোয়াপ্রার্থী: Saeen Mir and Family, Kogram, Nalhati (Birbhum)

যুগ খলীফার বাণী

“খিলাফতের সঙ্গে দৃঢ় সম্পর্ক স্থাপনের জন্য প্রত্যেক আহমদীকে এম.টি.এ শোনা দরকার, এর অভ্যাস গড়ে তোলা দরকার।” (খুতবা জুমা, প্রদত্ত ৪ঠা মার্চ, ২০১৬)

দোয়াপ্রার্থী: Shamsher Ali and family, Jamat Ahmadiyya Sian, (Birhum)

EDITOR
Tahir Ahmad Munir
Sub-editor: Mirza Safiul Alam
Mobile: +91 9 679 481 821
e-mail : Banglabadar@hotmail.com
website:www.akhbarbadrqadian.in
www.alislam.org/badr

REGISTERED WITH THE REGISTRAR OF NEWSPAPERS OF INDIA AT NO PUNBEN/ 2016 / 70524

সাপ্তাহিক **বদর** কাদিয়ান Weekly **BADAR** Qadian

Distt. Gurdaspur (Pb.) INDIA Qadian - 143516

POSTAL REG NO GDP- 43 / 2020 -2022 Vol. 5 Thursday, 30 July , 2020 Issue No.31

MANAGER
NAWAB AHMAD
Mob: +91 9417 020 616
e.mail:managerbadrqnd@gmail.com

ANNUAL SUBSCRIPTION : Rs.500/- (Per Issue : Rs. 9/-) (WEIGHT: 20-50 gms/issue)

২০১৯ সালে সৈয়্যদানা হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আই.)-এর ইউরোপ সফর

ইউনেস্কোতে হুযুরের ভাষণ (শেষাংশ)

হুযুর আনোয়ার বলেন: এক হাজার বছরের পুরোনো ইতিহাসের উপর দৃষ্টিপাত করলে আমরা দেখতে পাই যে কিভাবে মুসলমান গবেষক এবং বিজ্ঞানীরা জ্ঞানের বিকাশে অবদান রেখেছেন এবং এমন সব প্রযুক্তির আবিষ্কার করেছেন যেগুলি পৃথিবীতে আমূল পরিবর্তন এনে দিয়েছে; সেইসব প্রযুক্তি আজও ব্যবহৃত হচ্ছে। উদাহরণ স্বরূপ ইবনে হিশাম প্রথম ক্যামেরা উদ্ভাবন করেন। আর ইউনেস্কোও তাঁকে আধুনিক আলোক বিজ্ঞানের জনক হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে। আরও একটি মজার বিষয় হল ক্যামেরা শব্দটি আরবি 'কামারা' শব্দ থেকে উদ্ভুত। দ্বাদশ শতাব্দীতে একজন মুসলমান মানচিত্রবিদ মধ্যযুগে পৃথিবীর সবথেকে তথ্যসমৃদ্ধ এবং সঠিক মানচিত্র প্রস্তুত করেন যা কয়েক শতাব্দী পর্যন্ত পর্যটকদের দ্বারা ব্যবহৃত হত।

হুযুর আনোয়ার বলেন: এছাড়াও চিকিৎসা ক্ষেত্রেও মুসলমান চিকিৎসাবিদ এবং বিজ্ঞানীরা বহু আবিষ্কার ও উদ্ভাবন করেছেন যেগুলি বর্তমান যুগে ব্যবহৃত হচ্ছে। দশম শতাব্দীতে মুসলমান চিকিৎসাবিদ আজ যোহরী শল্য চিকিৎসার একাধিক সরঞ্জাম তৈরী করেন। সপ্তদশ শতাব্দীতে এক ইংরেজ চিকিৎসাবিদ উইলিয়াম হার্ভে রক্ত সংবহনতন্ত্র এবং হৃৎপিণ্ডের কার্যপ্রণালীর বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা পেশ করেন যা তাঁকে খ্যাতির শীর্ষে পৌঁছে দেয়। যদিও একথা পরে প্রকাশ পায় যে চারশ' বছর পূর্বেই এক আরব চিকিৎসাবিদ ইবনে নফীস আরবী ভাষায় রক্তসংবহনের প্রাথমিক বিষয়গুলি বিস্তারিতভাবে প্রকাশ করে গেছেন। নবম শতাব্দীতে জাবির ইবনে হাইয়ান রসায়নবিদ্যায় বিপ্লব এনে দেন। তিনি এমন অনেক সূত্র এবং সরঞ্জাম পেশ করেন যেগুলি আজও ব্যবহৃত হচ্ছে। বীজগণিতের সূত্র এবং ত্রিকোণোমিতির অধিকাংশ ব্যাখ্যা সর্বপ্রথম একজন মুসলমান উপস্থাপন করেছেন। আধুনিক বিশ্বে কম্পিউটার প্রযুক্তিতে অনেক কিছু নির্ভর করে এলগোরিদামের ভূমিকার উপর ; এটাও মুসলমানদের আবিষ্কার । মস্তিষ্কের বিবর্তনবাদের ক্ষেত্রে মুসলমানদের সেবা আজও স্বীকৃত। যেমন নিউইয়র্ক টাইমস- এ ডেনিস ও'ব্রায়েন নামে এক বিজ্ঞান প্রতিবেদকের একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। বিভিন্ন বিষয়ে পারদর্শী আলতুসি নামে এক মুসলিম বিদ্বানের ভূমিকার কথা তিনি এতে উল্লেখ করেন। লেখক এই প্রবন্ধে আলতুসির জ্যোতির্বিদ্যা, নীতিশাস্ত্র, গণিত এবং দর্শনশাস্ত্র নিয়ে অবদানের উল্লেখ করেন এবং তাঁকে তৎকালীন যুগের শ্রেষ্ঠ চিন্তাবিদ হিসেবে আখ্যায়িত করেন। তিনি লেখেন, মুসলমানেরা মধ্যযুগে এমন এক সমাজ গড়ে তুলেছিলেন যা ছিল গোটা পৃথিবীর বিজ্ঞানকেন্দ্র। জ্ঞান ও বিজ্ঞানের কারণেই পাঁচশ বছর পর্যন্ত আরবী প্রধান ভাষা হিসেবে ব্যবহৃত হতে থেকেছে। এই স্বর্ণযুগটিই বর্তমান যুগে আধুনিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলির পথিকৃত। সুতরাং ইসলাম শুরু থেকেই জ্ঞানের বিকাশ এবং জ্ঞানার্জনের উপযোগিতাকে গুরুত্ব দিয়েছে।

হুযুর আনোয়ার বলেন: আহমদীয়া মুসলিম জামাত ১৮৮৯ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। আহমদীয়া মুসলিম জামাত সবসময় এর সদস্যদেরকে জ্ঞানার্জনের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় সর্বপ্রথম মুসলমান নোবেল জয়ী বিজ্ঞানী প্রফেসর ডক্টর আব্দুস সালাম একজন আহমদী ছিলেন। তিনি একজন খ্যাতনামা বিজ্ঞানী ছিলেন, যিনি ১৯৭৯ সালে পদার্থবিদ্যায় নোবেল জয় করেন। তিনি আজীবন একথা বলে এসেছেন যে কিভাবে তাঁর গবেষণায় ইসলাম এবং বিশেষ করে কুরআন করীমের কল্যাণ ও জ্যোতি প্রযুক্ত হয়েছিল। তিনি বলতেন, কুরআন করীমের ৭৫০ টি আয়াত বিজ্ঞান সম্পর্কে, যেগুলি প্রকৃতি এবং ব্রহ্মাণ্ডকে চিনতে সহায়ক হয়।

হুযুর আনোয়ার বলেন: এছাড়াও আহমদীয়া মুসলিম জামাতের তৃতীয় খলীফা মহান মুসলমান বিজ্ঞানী এবং বিদ্বানদের এক নতুন প্রভাত উদিত হওয়ার আকাঙ্খা ব্যক্ত করেছেন এবং নিজের জামাতে জ্ঞানের ক্ষেত্রে অসাধারণ সাফল্য অর্জনকারী ছাত্রদেরকে স্বর্ণপদক প্রদানের প্রথার প্রবর্তন করেন। প্রতি বছর শতশত আহমদী মুসলমান ছাত্রছাত্রীদেরকে এই স্বর্ণপদক প্রদান করা হয়ে থাকে। আর্থিকভাবে অনগ্রসর দেশগুলিকে যে দারিদ্র প্রজন্মের পর প্রজন্মকে গ্রাস করে চলেছে, আমি মনে করি সেই দারিদ্রের অবসান ঘটাতে তাদের জন্য শিক্ষার ব্যবস্থা করা অত্যন্ত জরুরী।

হুযুর আনোয়ার বলেন: আমাদেরকে এই শিক্ষা দান করেছেন রসূল করীম (সা.), যিনি বলেছেন, আধ্যাত্মিক উন্নতির সঙ্গে মানবতার সেবার নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে। একজন মুসলমান কেবল আল্লাহ্ তা'লার ইবাদত এবং নামাযের মাধ্যমেই আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি অর্জন করতে পারে না, বরং তাঁর সন্তুষ্টি লাভ মুসলমানদের কাছে মানবতার সেবা দাবি করে। কুরআন করীমের সুরাতুল বালাদের ১৫-১৭ নং আয়াতে মুসলমানদেরকে দারিদ্র ও ক্ষুধা দূরীকরণ, অনাথদের চাহিদা পূরণ এবং মিসকিন ও অভাবপীড়িত শিশুদের শিক্ষা দান করার আদেশ দেওয়া হয়েছে যাতে তারাও বিকশিত হওয়ার হওয়ার সুযোগ লাভ করে। আহমদীয়া মুসলিম জামাত সারা বিশ্বে এই শ্রেষ্ঠ শিক্ষা যথাসাধ্যরূপে মেনে চলতে কাজ করে চলেছে। আমাদের বিশ্বাস, ইসলাম প্রেম ও সম্প্রীতির ধর্ম। তাই আমরা জাতি ধর্ম নির্বিশেষে মানবতার সেবা করছি। এই কারণেই আফ্রিকার দারিদ্রক্লীষ্ট এবং প্রত্যন্ত অঞ্চলে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্কুল স্থাপন করেছি এবং সেই সব অঞ্চলে আমরা হাসপাতাল এবং ক্লিনিকও খুলছি। প্রত্যন্ত গ্রামে আমরা পরিস্কার পানীয় জল সরবরাহ করছি, যার অর্থ বাচ্চারা সারা দিন মাইলের পর মাইল দূরত্ব অতিক্রম করে বাড়ির কাজে ব্যবহারের জন্য পুকুর থেকে পানি বয়ে আনার পরিবর্তে স্বাধীনভাবে স্কুল যেতে পারবে।

হুযুর আনোয়ার বলেন: আমরা আদর্শ গ্রাম তৈরীর প্রকল্পও শুরু করেছি, যার মধ্যে কমিউনিটি হল, পরিস্কার পানীয় জল, সৌরবিদ্যুত, পরিকাঠামো এবং অন্যান্য সুযোগসুবিধা প্রদান করা হয়ে থাকে। ধর্মই আমাদেরকে জাতি, ধর্ম ও বর্ণ নির্বিশেষে স্থানীয় মানুষদেরকে এই সমস্ত সুযোগ সুবিধা প্রদানে উদ্বুদ্ধ করে।

হুযুর আনোয়ার বলেন: মানবীয় সহানুভুতির ভিত্তিতে আমরা যেখানে দারিদ্র নির্মূল করতে সচেষ্ট, অপরদিকে আমরা এও মনে করি যে এই বিষয়টি পৃথিবীতে দীর্ঘস্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠার চাবিকাঠি স্বরূপ। যদি লোকের কাছে খাদ্য, পানি, বাসস্থান, শিশুদের জন্য স্কুল এবং চিকিৎসা সুবিধা থাকে, তবে তারা শান্তিপূর্ণভাবে নিজেদের জীবন অতিবাহিত করতে পারবে। এবং নিরাশা ও বিদ্বেষের সেই বিধ্বংসী বন্ধন থেকে তারা মুক্ত হবে, যা তাদেরকে উগ্রবাদের দিকে টেনে নিয়ে যায়। এটি মৌলিক মানবাধিকারের অন্তর্ভুক্ত। কাজেই যতক্ষণ

এরপর ৯ পাতায়....

যুগ ইমামের বাণী

" প্রকৃত ঈমান সেটিই যা হৃদয়ের গভীরে প্রবেশ করে এবং তার কর্মপন্থাকে নিজের রঙে রঙীন করে তোলে" (মালফুযাত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ৫৯৪)

দোয়াপ্রার্থী: **Abdus Salam, Nararvita (Assam)**

যুগ ইমামের বাণী

সেই ব্যক্তিকে খোদা তা'লা কখনও বিনষ্ট করেন না, যে কেবল তাঁর সত্তায় বিলীন হয়ে যায়। বরং এমন ব্যক্তির জন্য তিনি স্বয়ং অভিভাবক হয়ে ওঠেন।" (মালফুযাত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ৫৯৫)

দোয়াপ্রার্থী: **Sabina Yasmin, Bilaspur (Chhattisgarh)**

Printed & Published by: Jameel Ahmed Nasir on behalf of Nigran Board of Badar. Name of Owner: Nigran Board of Badar. And printed at Fazle-Umar Printing Press. Harchowal Road, Qadian, Distt. Gurdaspur-143516, Punjab. And published at office of Weekly Badar Mohallah - Ahmadiyya, Qadian Distt. Gsp-143516, Punjab. India. Editor: Tahir Ahmad Munir